www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

জামাইবাবু জিন্দাবাদ

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ৮ জ্যৈষ্ঠ – ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ ঃ ২৩ মে – ২৯ মে, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 30, 23 May - 29 May, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

অঢেল সুযোগ সত্ত্বেও মাধ্যমিকে ছাত্রীদের ফল ভালো নয়

বরুণ মণ্ডল

সারা রাজ্য জুড়ে ছাত্রীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়নে গত তিন থেকে সাড়ে তিন বছর যাবৎ যখন বিবিধ প্রকল্প কার্যকর হচ্ছে ঠিক তখনই রাজ্যের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে তার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে না। গতকাল, ২২ মে সল্টলেক সিটির 'ডিরোজিও ভবন' থেকে ২০১৫–এর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশাসক অধ্যাপক কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবছর নিয়মিত ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যেখানে গত বছরের তুলনায় ৬১৬৬ জন বৃদ্ধি পায় সেখানে ছাত্রীদের পাশের হার বাড়ে মাত্র ০.২৫ শতাংশ। অন্যদিকে এবার নিয়মিত ছাত্র পরীক্ষার্থী যেখানে গতবারের তুলনায় ৯৬০১ জন কমে সেখানে ছাত্রদের পাশের হার বাড়ে ০.৭৩ শতাংশ। এদিকে পর্ষদ প্রশাসক কল্যাণবাবুর বক্তব্য, 'এবার নিয়মিত ছাত্রীদের পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে'। কিন্তু শহরের বরিষ্ঠ শিক্ষক শিক্ষিকাদের বক্তব্য, 'যেভাবে ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে সেভাবে ছাত্রীদের পাশের হার বাড়ছে না। কারণটি বিশ্লেষণে 'সোশ্যাল সায়েন্সের' একটি ভাল টপিক। এবার 'সি সি' ছাত্রীদের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। সি সি ছাত্রী পরীক্ষার্থীদের পাশের হার গতবারের তুলনায় ২.২২ শতাংশ কমেছে। সেখানে ছাত্রদের পাশের হার বাড়ে ৪.২৮ শতাংশ। যদিও কমপার্টমেন্টাল ছাত্রীদের পাশের হার বাড়ে ০.৭১ শতাংশ। এবার নিয়মিত ছাত্রীদের মধ্যে ৪ জন ছাত্রীর খাতা 'আর এ' করে দেওয়া হয়েছে। মোট ১৭ জন পরীক্ষার্থীর খাতা এবার 'আর এ' হয়েছে । এবার নিয়মিত ছাত্রদের মধ্যে পাশ করেছে ৩,৮২,২৯৭ জন এবং ছাত্রীদের মধ্যে পাশ করে ৩,৯০,৭৫১জন। ছাত্র ছাত্রীর পাশের অনুপাত ৪৯ : ৫১। এবার কলকাতার রিজিয়নের ২৮,০৪০ জন ছাত্রছাত্রী জীবনবিজ্ঞানে 'এএ' গ্রেড পায় সেখানে ইংরেজিতে 'এএ' গ্রেড পায় মাত্র ১৭৪৪ জন। এ তথ্য থেকে পরিষ্কার হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ইংরেজি বিষয়ের প্রতি এই অত্যাধুনিক যুগেও অনীহা রয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে এবারের প্রথম ১০ স্থানাধিকারীর 'প্রভিশন্যাল মেরিট লিস্টে' বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার জয়জয়কার। প্রথম ১০ স্থানাধিকারীতে ৪৭ জন ছাত্রছাত্রীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেখানে ছাত্রীর নাম রয়েছে মাত্র ১০ জনের। লিস্টে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাঁকুড়া জেলার ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ১৪ জন আর হুগলি জেলার ১২ জন। বর্ধমান ও কোচবিহারের পাঁচ জন করে। পশ্চিম মেদিনীপুর ও নদিয়া জেলার দু'জন করে। বাকি কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর, বীরভূম ও দার্জিলিং জেলার এক জন করে। হুগলি জেলার দেবলি সরকার ৬৭৮ পেয়ে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী হয়েছে। 'মেরিট লিস্টে' দেবলি রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে আর বাঁকুড়ার সুচরিতা মল্লিক

সিকি ভাগও এগোয়নি আয়লা বাঁধের কাজ

সামনে বর্ষা, আতঙ্কের ছয় বছর পূর্তি

আয়লায় বিধ্বস্ত নদীবাঁধ

এখনও কাটেনি ভাঙা বাঁধের আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০০৯ সালের ২৫ মে আয়লার তাণ্ডবে সুন্দরবন এলাকার গোসাবা, বাসন্তী, পাথরপ্রতিমা, সাগর ব্লকের বিস্তৃর্ণ নদী বাঁধ ভেঙে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সেই তাণ্ডবের ক্ষত এখনও শুকোয়নি। দেখতে দেখতে ৬বছর হতে চলল। আয়লার ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের নদী বাঁধ মেরামতের জন্য ২০১০ সালে তৎকালীন কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার নদীবাঁধ মেরামতের জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। সে সময় রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল বাম সরকার, আর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস। রাজনৈতিক টানাপোড়েনে নদী বাঁধ সংস্কারের কাজ শিকেয় ওঠে। পরবর্তী সময়ে রাজ্যে পালা বদল হলে, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নদী বাঁধ সংস্কারের জন্য তৎপর হন। জমি অধিগ্রহণ করে ক্ষতিপূরণ দিয়ে নদী বাঁধ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। আলিপুরে ট্রেজারি বিল্ডিংএ রীতিমতো আয়লা সংক্রান্ত দফতর খুলে কাজ শুরু হয়।

জমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ নিয়ে নানা সমস্যা দেখা যায়। প্রতিবছরই বর্ষার আগে বেশি তৎপরতা শুরু হয়। তারপর বর্ষা এসে গেলে আবারও সুন্দরবনে বাঁধ ভাঙে, মানুষ চরম যন্ত্রণায় পড়ে। গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া দ্বীপের বাসিন্দা বিজেপি যুবমোর্চা কিষাণ সেলের সভাপতি বিশ্বজিৎ মিস্ত্রি বলেন, আমাদের ব্লকে ৭৫ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিপূরণ নিয়ে কিছু সমস্যা আছে। কিন্তু এখনও ২৫ শতাংশ নদী বাঁধ সংস্কারের কাজই শুরু হয়নি। লাহিড়ীপুর এলাকার দত্ত অফিস, সাহেবঘাটা এলাকায় নদী বাঁধের অবস্থা খুবই খারাপ। বর্ষা আসতে চলল, তাই আমাদের চিন্তা বাড়ছে। তিনি আরও বলেন, আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা এখনও অনেকে দশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণও পায়নি। সুন্দরবন দফতরের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, গোসাবা ব্লকে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে কিছু সমস্যা আছে তাই সর্বত্র নদী বাঁধ মেরামতের কাজ করা যায়নি। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্য ব্লকে কাজ হচ্ছে। সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা বলেন, আমাদের ব্লকে দ্রুত কাজ হচ্ছে। বর্ষার সময়ে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য জন্য প্রতিবছরই ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এবারও হচ্ছে। গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন, বাম আমলে দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবনের নদী বাঁধ সংস্কারে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। আমরা ক্ষমতায় আসার পর স্থায়ী ভাবে আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে নদী বাঁধ সংস্কারের চেষ্টা করছি। আশা করছি সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি মিটে যাবে। জেলার সভাধিপতি সামিমা শেখ বলেন, নদীবাধের যা কাজ হয়েছে গত চার বছরে। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে নানা জটিলতার কারণে নদীবাঁধ সংস্কারে দেরি হচ্ছে। বর্ষার আগে নদীবাঁধ সম্পূর্ণ হবার ব্যাপারে তিনি পশ্চিমে হাত দিতে পারেননি।

হায়! সুন্দরবনবাসী। তোমাকে বাঁচাবার নামে আলিপুরে উড়ছে কোটি কোটি টাকা আর নদীর পাড়ে গত ছ বছর ধরে জমাট বাঁধছে কোনও এক রাতের আক্রমণে ঘুমের মধ্যে ভেসে যাওয়ার ভয়।

ভূমিকম্পের ছুতোয় অবাধ বিচরণ জঙ্গিদের?

কুনাল মালিক

গত ২৫ এপ্রিল ভূমিকম্পের জেরে গোটা নেপাল বিধ্বস্ত। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। নেপালের এই দুর্দিনে প্রতিবেশি চিন, পাকিস্তান সহ ভারতবর্ষও আন্তরিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশের এনজিও নেপালের পাশে দাঁড়িয়েছে। এটা খুবই মানবিক ব্যাপার। এসময়ে নেপালে প্রবেশে বা প্রস্থানে আইনের বা প্রশাসনের ততটা নজরদারি নেই। সীমান্ত এলাকাতেও ঢিলে ঢালা। এইখানেই ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বেশ চিন্তিত। কারণ এই সময়ে নেপাল হয়ে জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীরা ভারতবর্ষ তথা এ রাজ্যে অনায়াসেই বিভিন্ন গোপন আস্তানায় আশ্রয় নিতে পারে। খাগড়াগড় কান্ডের পর এন আই সক্রিয় হতে এ রাজ্যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। কিন্তু নেপালের ভূমিকম্পের পর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনির ঘুম ছুটেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর উত্তরবঙ্গ স্ট্যাটেজিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও অনতিদূরের চিন সীমান্ত নিয়ে শিলিগুড়ি সহ আশপাশের এলাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ করিডর। পাশাপাশি উত্তরপূর্ব ভারতের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে গোটা এলাকাটির ভূমিকা 'চিকেন নেকের''। গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতকে অস্থির করার চক্রান্তে তাই সমান ভাবে ব্রতী আই এস আই এবং চিনের গুপ্তচর সংস্থা এম এস এস। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এ রাজ্যে যতগুলি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হয়েছে তার অধিকাংশই হয়েছে উত্তরবঙ্গে। কলকাতার মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের হামলাকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে মানলেও তার আগে ১৯৯৯ সালের ২২ জুন উত্তরবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের বিস্ফোরণ কাণ্ডকে সন্ত্রাসবাদী হামলার নিরিখে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করে গোয়েন্দারা। যুদ্ধ চলাকালীন কারগিল যাওয়ার পথে সেনা জওয়ানদের টার্গেট করে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আরডিএক্স বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গিরা। মৃত্যু হয় ১১ জন সেনার। তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা জানতে পারে পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই অসমের বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি সংগঠন উলফার সাহায্য নিয়ে ওই ঘটনা ঘটিয়েছিল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের আলফা উত্তরবঙ্গে নেপালের ভূমিকম্পের পর অনেক সন্ত্রাসবাদী আশ্রয় নিতে পারে। উত্তরবঙ্গ বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে ওই সন্ত্রাসবাদীরা পূর্বেও মদত দিয়েছে, আগামী দিনেও দিতে পারে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনি ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নেপালে ভূমিকম্পের পর রিপোর্ট পাঠিয়েছে। সীমান্ত এলাকায় আরও নজরদারির সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা মুখ্যমন্ত্রীর, তবু জেলার বিধায়কদের ঘুম ভাঙছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উন্নয়ন নিয়ে সরব হয়েছেন। জেলা যে পিছিয়ে পড়ছে তাই নিয়ে মন্তব্য করতেও ছাড়েন নি। এমনকি জেলার সভাধিপতিকে প্রকাশ্যে কথাও শুনিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই শ্লেষ খুব স্বাভাবিক। কারণ তিনি জানেন টানা দুটি খেপে জেলায় রাজত্ব করছে তৃণমূল কংগ্রেস। গোটা রাজ্যের মধ্যে তৃণমূল যখন একমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ দখল করে তখন দীর্ঘ বাম শাসনে পিছিয়ে পড়া এই জেলার উন্নয়নই ছিল নির্বাচনে জেতার প্রধান হাতিয়ার। মুখ্যমন্ত্রী বারবার এই জেলায় ছুটে এসেছেন। ঘুরে গিয়েছেন, নানা পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আজও এই জেলা পিছিয়ে পড়ার তকমা মুছতে পারে নি। এজন্য যদি তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী জেলার নেতাদের দিকে অভিযোগের আঙুল বাড়িয়ে দেন বলার কিছুই নেই।

শুধু মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বলে নয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিধায়কদের কার্যকলাপও এই অভিযোগ প্রমাণ করছে। জেলার পরিকল্পনা দফতর থেকে গত ৭ মে যে তথ্য সংগৃহীত হল তাতে দেখা যাচ্ছে জেলার ২৬ জন বিধায়কের মধ্যে এখন বেশ কয়েকজন ৫০ শতাংশ 'ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট' (ইউসি) জমা দিতে পারেন নি। মূলত এরাই জেলাকে পিছিয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ রাজনৈতিক মহলে। এইসব অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছে বাসন্তী, কুলতলী, জয়নগর, সোনারপুর (উত্তর), বজবজ–এর বিধায়করা। শুধু এরাই নয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অধিকাংশ বিধায়ক এলাকার কাজের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছেন। অথচ বিধায়ক কোটায় অর্থের কোনও সমস্যা নেই।

জেলার অধিকাংশ বিধায়কদের ব্যর্থতা আরও প্রকট করে দেখিয়ে দিচ্ছেন সাতগাছিয়ার বিধায়িকা সোনালী গুহ। অন্য বিধায়করা যা করে দেখাতে পারেননি তা দেখিয়ে দিয়েছেন সোনালী গুহ। গত চারটি আর্থিক বছরে মোট ১৩৬টি প্রকল্প শেষ করে ৮৫ শতাংশ ইউসি জমা দিয়ে দিয়েছেন। কাজের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন সোনালী গুহ। ৮০ শতাংশ ইউসি জমা দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ফলতার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন পাথর প্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা। তিনি জমা দিয়েছেন ৭৯ শতাংশ ইউসি। স্থানীয় মানুষের দাবি একসময় এই সাতগাছিয়া থেকে পর পর জিতে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন জ্যোতি বসু। তিনি এলাকার জন্য প্রায় কিছুই করেন নি। এখন এলাকাকে উন্নয়নে ভরিয়ে দিয়েছেন সোনালী গুহ। তাঁর বিধায়ক কোটার কাজ যিনি তদারক করেন সেই গোরাচাঁদ সাঁতরা জানালেন গত আর্থিক বছর পর্যন্ত কোটার কোনও অর্থ আর পড়ে নেই।

প্রসঙ্গত, নিজের এলাকার উন্নয়নের জন্য বিধায়করা বছরে ৬০ লক্ষ টাকা করে পান। কোথায় কি কাজ করতে হবে তার পরিকল্পনা করে জমা দিতে হয় জেলার পরিকল্পনা দফতরে। তারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সেই পরিকল্পনা কাজ করে। বছর দুয়েক আগে বিধায়ক কোটার কাজে তেমন গতি ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী পিছিয়ে পড়া জেলার উন্নয়ন নিয়ে বারবার তাগাদা দেওয়ায় কিছুটা গতি আসলে এখনও বহু বিধায়কের ঢিলেঢালা ভাব। জেলার গা থেকে পিছিয়ে পড়ার স্ট্যাম্প তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে। একটি পিছিয়ে থাকা জেলার বিধায়ক হিসাবে যে তৎপরতা দেখাবার কথা তার ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না। ব্যতিক্রম শুধু হাতে গোনা কয়েকজন। অন্যরা সবাই দিবাস্বপ্নে মগ্ন। মুখ্যমন্ত্রীর ডাকেও এদের ঘুম ভাঙছে না।

সেবায় সেরা কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুল

মেহবুব গাজি

জাতীয় সেবা প্রকল্পে রাজ্যের সেরা স্কুলের শিরোপা পেল মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুল। বৃহস্পতিবার গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের অডিটোরিয়ামে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের হাতে সেরার পুরস্কার তুলে দেন রাজ্য উচ্চশিক্ষা দফতরের পক্ষে প্রধান সচিব বিবেক কুমার। পুরস্কার হিসেবে একটি সুদৃশ্য ট্রফি, শংসাপত্র ছাড়াও নানান স্মারক তুলে দেওয়া হয়। মথুরাপুরের এই স্কুলটি এর আগে রাজ্যের মধ্যে সেরা নির্মল বিদ্যালয়ের পুরস্কার পেয়েছিল। কেন নির্বাচন করা হল এই স্কুলকে। এই প্রশ্নের উত্তরে স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, স্বাধীনতার পরের বছর এই স্কুল গড়ে ওঠে। নানান প্রতিকূলতা পেরিয়ে এসে আস্তে আস্তে রাজ্যের সেরা স্কুলের তকমা জুটেছে। সামাজিক সেবা প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হল এই স্কুল নিয়মিত রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। এলাকার বয়স্ক মানুষদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও চশমা বিতরণ করা হয়। এছাড়া স্থানীয় লালপুর গ্রামে পালস পোলিও কর্মসূচি সফল করতে পড়ুয়ারা নিয়মিত প্রচার চালিয়ে সফল করে। পাশের ডাকাইতমারি গ্রামকে দত্তক নিয়েছে স্কুল। গ্রামে নিয়মিত পড়ুয়ারা গিয়ে বাসিন্দাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতার কাজ করে। স্কুল এলাকায় নিয়ম করে বৃক্ষরোপন ও কিচেন গার্ডেন করে পড়ুয়ারা। স্কুলের উৎপাদিত সবজি ব্যবহৃত হয় মিড–ডে মিলের রান্নায়। স্কুলের মধ্যে 'জল ধর জল ভরো প্রকল্প' চালু হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকরের আর্থিক সাহায্যে। নানাবিধ সামাজিক প্রকল্পে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে স্কুল। স্কুলের এই সমস্ত কার্যকলাপ ছবি–সহ একটি পুস্তিকা আকারে পাঠানো হয়েছিল রাজ্য উচ্চশিক্ষা দফতরে। রাজ্য সরকারের নির্মল পুরস্কার হিসেবে যামিনী রায় পুরস্কারের পর এই পুরস্কার স্কুলের মুকুটে নতুন পালক। এই সম্মান পাওয়ার জন্য স্কুলের সমস্ত শিক্ষক–শিক্ষিকা, পড়ুয়াদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক।

লালসার শিকার কৃতি স্কুল ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: রবিবার রাতে একটি মোটর বাইক এক ছাত্রীকে ধাক্কা মেরে চাপা দিলে মৃত্যু হয় ছাত্রীর। মৃত ছাত্রীর নাম সুপর্ণা নস্কর (১৫)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–২ ব্লকের জীবনতলা থানার সারেঙ্গাবাদের মুক্তারপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মুক্তারপুর গ্রামের বাসিন্দা হেমন্ত নস্করের মেয়ে সুপর্ণা নস্কর চলতি বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। সে ঈশ্বরীপুর মর্জিনা বিদ্যানিকেতন স্কুলে পঠন–পাঠন করত। এদিন সন্ধ্যায় ছাত্রী নলকূপে পানীয় জল নিতে আসে। সেই সময় প্রতিবেশী গঙ্গাদাস মোটর বাইক করে যাচ্ছিল। হঠাৎই মোটরবাইকটি ছাত্রীকে ধাক্কা মেরে চাপা দিয়ে দেয়। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে ছাত্রীকে মুচিতলা ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে এলে রাতে চিকিৎসকরা ছাত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর দেওয়া হয় থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ তৎপরতার সাথে পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃত ছাত্রীর বাবা হেমন্ত নস্কর ক্ষোভের সঙ্গে অভিযোগ করে বলেন বেশ কয়েক মাস ধরে প্রতিবেশি গঙ্গাদাস আমার মেয়েকে উত্যক্ত করছিল। সেই কারণে ইচ্ছাকৃত ভাবে এ দিন মোটর বাইক চাপা দিয়ে আমার মেয়েকে মেরে ফেললো গঙ্গা। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ক্যানিং–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের সওকাত মোল্লা বলেন মৃত ছাত্রীর বাবা হেমন্ত নস্কর তৃণমূলের একজন সক্রিয় কর্মী। তার মেয়ে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। এই মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। তার পরিবারের পাশে সরকার আছে। এই ধরনরে ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। আমাদের দাবি দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হোক। এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এদিকে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গঙ্গা দাস পলাতক। পুলিশ জানায় মোটর বাইকের ধাক্কায় কি ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তর খোঁজ চলছে।

হায় ভগবান!

মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোতেই যন্ত্রণাটা দ্বিগুণ হয়ে গেল। কয়েকদিন আগে লালসার শিকার হয়ে প্রাণ হারানো সুপর্ণা ৭২ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করল প্রথম ডিভিশনে।

Alipur Barta : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 30, 23 May - 29 May, 2015

ভারতীয় শেয়ার বাজারে চলছে জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া

সঠিকভাবে পা ফেলে অর্থোপার্জন করতে হবে

শুদ্ধাশিস গুহ

ভারতীয় শেয়ার বাজার কোন প্রবাহে প্রবাহিত হবে। মানে শেয়ার কেনা না দুমদাম বেচে দেওয়া কোনটা ভারতের বাজারের থিম সঙ হবে তা নিয়ে বেধে গিয়েছে ধুন্ধুমার যুদ্ধ। আসলে এমন কিছু আশ্চর্য প্রদীপ বর্তমান নরেন্দ্র মোদির সরকার আমদানি করতে পারেনি এখনও পর্যন্ত যার ওপর নির্ভর করে লাগাতার বাড়তে পারে সেনসেক্স-নিফটি। না হলে সেই নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে বারংবার ধাক্কা খেতে পারে বাজার। এই অভিজ্ঞতা কিছুদিন আগেও হয়েছে ট্রেডারদের। মনে হয় আবারও সেই পরিস্থিতির আমদানি ঘটছে। এই লেখা চলার সময় আট হাজারের গর্ভগৃহ থেকে ঘুরে এসে নিফটির অবস্থান গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩৫০-র একটু ওপরে। এদিনই অর্থাৎ মঙ্গলবার ভারতীয় শেয়ার বাজার বেশ কিছুদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে ৮৪০০-র ওপরে চলেও গিয়েছিল। এবং সেই উচ্চতা এবং তার কিছুটা ওপরে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলও বাজার।

যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। হঠাৎ করেই বাজার আবার দিনের সর্বনিম্ন জায়গার কাছে এসেও ঘুরে যায়। তবে এমন কিছু ভালো জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি যাতে মনে হয় সব ঠিক হো গয়া। বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ বলছেন এই বাজারকে অন্তত পক্ষে ৮৩৮০-র ওপরে গিয়ে থিতু হতে হবে। না হলে কপালে আবারও দুঃখ আসতে পারে। এখানে একটা জিনিস দেখা খুব জরুরি। টেকনিক্যাল পরিভাষা মেনে যে বা যারা কাজ করেন তাদের কাছে ইতিবাচক কিছু উপাদানও জুটে গিয়েছে। এই যেমন বাজার সেই আট হাজার টেস্ট করার অব্যাবহিত পর থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে নিফটি আগের দিনে যে লো বা নিচু অবস্থান করছে পরের দিন তা তো ভাঙছেই না বরং কিছুটা ওপরেও থেকে যাচ্ছে। ওপর দিকে ওঠার ক্ষেত্রেও নয়া নয়া উচ্চতার তলাশ চালাচ্ছে বাজার। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা বাজারের পক্ষে ভালো। মনে করা যেতেই পারে ভারতীয় নিফটি আট

হাজারের ঘরে মোক্ষম সাপোর্ট নিয়ে বসে আছে। এই সাপ-লুডো খেলার কারণ কী? জানতে চাওয়াতে কিছু কিছু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ একবাক্যে জানাচ্ছেন এটা বাজারের বটমিং বা বেস তৈরি করার সঙ্কেত বহন করছে।

বাজার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এইসময় চুপ করে সময়ের জন্য তৈরি হতে হবে। হুট করে কিছু কিনতে গেলে পরে পস্তাতে হতে পারে। কারণ আজ ভালো শেয়ারের দাম এত নিচে চলে আসায় যদি আপনি লাফিয়ে উঠে কিছু কিনতে যান তাহলে হতে পারে সেটির দাম আরও পড়ে গেল। এই ধরণের পরিস্থিতিতে প্রায়শই ট্রেডাররা বটম ফিশিং করে থাকেন। ঘোলা জলে মাছ ধরা বা নিম্নতল ভেবে মৎস শিকার করতে যাওয়া শেয়ার বাজারের নিরিখে খুব খারাপ অভ্যেস। কারণ এই বাজার হল সমুদ্রের মতো। এর কোনটা যে অবতল আর কোনটা উচ্চতল তা বোঝা বেশ দুষ্কর। এটা ঠিক সামনে ভালো কোম্পানির শেয়ার কম দামে দেখলে কেনার জন্য হাত নিশপিশ করতে থাকে। এখানেই একটু সংযমী হওয়া প্রয়োজন। কারণ ভুল ট্রেডের দ্বারা আপনার পুঁজি অরক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। সম্পদ বা শেয়ার সুরক্ষিত রাখতে

অর্থনীতি

এই সময়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ভালো কাজ দেয়। একইভাবে তার সঙ্গে যোগ করতে হবে নিজস্ব বুদ্ধি এবং বিবেক কি বলছে তার ওপর। শেয়ার বাজারে যেমন লাভ করা সম্ভব তেমন আবার কঠিন পরিস্থিতিতে এই বাজার সবসময় আপনার সঙ্গে ঠিকঠাক ব্যবহার নাও করতে পারে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপরীতধর্মী পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। তাতেই হয়তো লাভবান হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। এর ওর কথায় ট্রেড করতে যাওয়া একদম উচিত নয়। যার জন্য আপনার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাজার যখন পড়ে তখন অপেক্ষা করা যেমন শ্রেয় তেমনই আবার প্রতিটি পতনের দিনেও দেখা যায় কিছু শেয়ার খুব ভালোভাবে পারফর্ম করছে। বুঝতে হবে এই শেয়ারগুলি নিজস্ব খবরের ভিত্তিতে বাড়ছে। বাজারের ওঠা পড়ার সঙ্গে এরা নির্ভরশীল নয়। এ যেমন গেল একদিকের কথা তেমন দেখতে হবে যে সময় আপনি বা আপনারা লগ্নি করছেন বা সওদা মারছেন সেই মুহূর্তের বাজার কি বলছে। এইসব খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করাও খুব জরুরি।

এখন যে সময়ের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় বাজার তার যাত্রাপথ অতিক্রম করছে তাকে বুল মার্কেট বলে অভিহিত করছেন ছোট-বড় বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে হোমড়াচোমড়ারা। অনেকে তো এমনও বলছেন এটা নাকি বুল-রান বা ষাঁড় দৌড়ের ট্রেলার পর্ব। পিকচার নাকি আভি বাকি হ্যায়। কিন্তু সেই বুল রানের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ধরণের দীর্ঘমেয়াদি কারেকশন কী অভিপ্রেত? এই ধরনের ফিসফাস অনেকের মধ্যেই শোনা যাচ্ছে। তাতে বাজারের কিছু হেলদোল হোক আর না হোক মন্তব্যের পাহাড় জমছে জঞ্জালের মতোই। এখন বাজার এমন ভাবে ধাবিত হচ্ছে যে সত্যি বলতে অনেক এক্সপার্টরাও কেনাবেচা করতে থই খুঁজে পাচ্ছেন না।

এটা ঠিক যখন ২০০৮-০৯ সালে ভয়াবহ রিসেশন দেখা গিয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজারে তখন এই রোজগারের রাস্তা একেবারে বন্ধ হয়নি। কলাকৌশল জানা থাকলে বেচে খেলেও আর্থিক সংস্থান করা গিয়েছে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আজকের এই ভরপুর বুল মার্কেটে বাজারে রোজগার করতে ঘাম ছুটছে অনেক পণ্ডিতেরও। সত্যি বলতে গিয়ে বেয়ার মার্কেটে রোজগার করার ব্যাপারটা হল অনেকটা অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশকে তাদের দেশে গিয়ে খেলার মতো। যেখানে পেসার সহায়ক উইকেটে বল পড়ে একেবারে গাঁক গাঁক করে ব্যাটসম্যানের দিকে ধাবিত হয়।

কিন্তু নিজের দেশে যদি খেলা হয় তবে যে কোনও টিম চাইবে সেখানকার যাবতীয় সুবিধা বহন করতে। এই যেমন ভারতীয় দল সবসময় চায় বিদেশিদের এদেশের মাটিতে স্পিনিং উইকেটের সামনে ফেলে নাস্তানাবুদ করতে। অথচ ভরপুর বুল মার্কেট বলে ড্যাং ড্যাং করে যাবতীয় ঘোষণার পরেও ভারতের শেয়ার বাজারকে সম্মুখীন হতে হচ্ছে বেয়ার মার্কেটের চোখ রাঙানির। নিজের মাটিতে প্রতিপক্ষের পিচ পাওয়ার মতো অবস্থা এখন ভারতের অর্থ বাজারে। এখান থেকে বেরিয়ে আসার কসরৎ এখন চলছে পুরোদমে। আগামী দু-চারদিন বড়জোর এই মে মাসে ভিতরেই বোঝা যাবে ভারতের বাজার কোন দিকে ধাবিত হবে। যদি তা ওপরের দিকে যাওয়ার হয় তবে নিফটিকে ৮৫০০-৮৬০০-র গণ্ডি পেরতে হবে। আর নিচের দিকে যাওয়ার হলে প্রথমে ৮২৫০ এবং পরে আট হাজার ভাঙতে হবে নিফটিকে। সেক্ষেত্রে রসাতলের পরবর্তী জংশনের নাম হবে ৭৮০০।

এর থেকেও নিচে বাজার আসতে পারে বলে একদল বিশেষজ্ঞ ইতিপূর্বে ঘোষণা করে বসে আছেন। এদের মধ্যে কিছু কিছু অতি উৎসাহী তো ভারতীয় নিফটির ৬৮০০ পর্যন্ত পতন দেখে বসে আছে। অথচ তারা ভাবছেন না যে এটা ২০০৮ বা ০৯-এর মতো এমন খারাপ অবস্থার বাজার নয় যেখানে বিদেশ থেকে প্রতিনিয়ত এসে পৌঁছাচ্ছে অনেক খারাপ খবর। বরং বিদেশের বাজার রোজই নয়া উচ্চতা ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। ফলে বিদেশ থেকে বিপদ সেভাবে নেই। যা বিপদ তা লুকিয়ে আছে দেশের মধ্যেই। লোকসভায় বিজেপির নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা থাকলেও রাজ্যসভায় সংখ্যালঘু থাকার দরুণ মোদির সরকার কিছুতেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করাতে পারছে না। এনডিএ সরকারের ভূমিকা যে সদর্থক তা দেশি-বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে বেশ স্পষ্ট। কিন্তু এই সরকার এক বছর পার করার পরেও এইসব জায়গায় আটকে যাওয়াতে বিদেশি লগ্নিকারী তথা এফ-২রা মুখ ফেরাতে শুরু করছে। এর সঙ্গে গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো জুড়েছে ম্যাট ইস্যু বা বিদেশিদের কর সংক্রান্ত ব্যাপার স্যাপার।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৩ মে – ২৯ মে, ২০১৫

মেষ: শিক্ষায় মনের মতো ফল পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। তথাপি আপনার একটু মানসিক উদ্বেগ বা চিন্তা থেকে যাবে। পতি-পত্নীর মধ্যে মনান্তরের যোগ। ধর্মীয় বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভাল বন্ধু লাভ।

বৃষ: গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। যোগাযোগমূলক কাজগুলি অথবা পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সু-সম্পন্ন করতে পারবেন। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ।

মিথুন: আপনার সুন্দর ব্যবহারের জন্য আপনি সম্মান পাবেন। ব্যবসায় লাভের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে এবং লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্নেহ-প্রীতির দ্বারা বিবাহ লক্ষিত হয়। সন্তান নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যহানি।

কর্কট: আপনার ন্যায়নিষ্ঠা ও শুভ বুদ্ধির জোরে আপনি বিশেষ সম্মান পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ থাকলেও নতুন কোনও ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। কর্মস্থলে সাবধান থাকবেন। শত্রুতার যোগ।

সিংহ: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ হলেও ব্যায় প্রচুর হয়ে যাবে। সন্তানাদি বিষয়ে চিন্তা থাকবে। শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। প্রতারণার যোগ। শিক্ষায় বাধা হলেও শুভ হবে।

কন্যা: মানসিক চাপ থাকলেও কিছুটা ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় কিঞ্চিৎ বাধা এলেও সফলতা পাবেন।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে মনের মতো ফল পাবেন না। শুভফলের হানি ঘটতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো। পতি-পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটতে পারে। সদগুরু লাভের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক: সাবধানে চলাফেরা করবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। পরীক্ষায় সাফল্য লাভের যোগ রয়েছে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আহারাদি বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে।

ধনু: বন্ধুদের দ্বারা ক্ষতি হতে পারে। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা আসবে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। কর্মস্থলে বিবিধ গোলযোগ অথবা কর্মে পরিবর্তন।

মকর: ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে কিঞ্চিৎ লাভযোগ লক্ষিত হয়, দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বাধা এলেও সফলতা আসবে। গৃহে শান্তি কিছুটা বিঘ্নিত হবে। মাথা গরম না করে বুদ্ধি করে চলার সময়। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। কর্মস্থলে বিভ্রাট ঘটতে পারে।

কুম্ভ: গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। বন্ধুরা যথেষ্ট সাহায্য করবে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। অতিরিক্ত ব্যায়ের জন্য মন উদ্বেগে ভরে যাবে। সম্মানীয় ব্যক্তিরা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করার চেষ্টা করবে। প্রতারণার যোগ রয়েছে।

মীন: আধ্যাত্মিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ, গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিশুদের শিক্ষারম্ভে শুভ হবে। সন্তানের উন্নতিতে আনন্দ। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় ও বাতের ব্যাথায় কষ্ট পাবেন।

রাজ্যে ৫০ হাজার প্রাইমারি টিচার পদের বিজ্ঞপ্তি শিগগিরই

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক শিক্ষক পদে প্রায় ৫০ হাজার ছেলেমেয়ে নেওয়া হবে। প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য প্রার্থী বাছাই পরীক্ষাও খুব শিগগিরই নেওয়া হবে। এবার প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীরাও প্রাইমারি টিচার পদের পরীক্ষা দিতে পারবেন।

স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে লিখিত পরীক্ষার (TETর)তারিখ প্রাথমিকভাবে ৩০ আগস্ট ঠিক হলেও পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এখনই এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক কাজ হবে না। ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রথম 'TET' নেয়। তখন ৩৫ হাজার শূন্যপদের জন্য দরখাস্তকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ লাখ। এর মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এরপর ২০১৪ সালে প্রাইমারি টিচার পদের 'TET' নেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয় পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় ২০১৩ সালের 'TET' এ যাঁরা সফল হতে পারেননি, তাঁদের নতুন করে আর দরখাস্ত করতে হবে না ও পরীক্ষা ফী'ও দিতে হবে না। ওইসব প্রার্থীরা ২০১৩ সালের অ্যাডমিট কার্ড নিয়েই পরীক্ষা দিতে পারবেন। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সেই সময় এ রাজ্যে প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীদের শেষ বারের মতো 'TET' দেওয়ার ছাড় দিয়েছিল। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের জন্য ওই 'TET' হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশিক্ষণহীনদের ছাড় দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিকে অনুরোধ করেছিলেন।

এবছর ৮ এপ্রিল কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এক নির্দেশিকায় রাজ্যকে জানায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক স্কুলে চাকরির জন্য প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা পদের বেলায় বি.এড/ডি.এল.এড আর উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা পদের বেলায় বি.এড প্রশিক্ষণ না থাকলেও পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। এই ছাড় দেওয়া হবে ২০১৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত। অর্থাৎ, ২০১৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্কুলে চাকরি জন্য প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীরা পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেতে পারেন। তবে ওই তারিখের পর আর প্রশিক্ষণহীনদের নেওয়া হবে না। এই ছাড়ের ক্ষেত্রে যে সব শর্ত দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল :

(১) প্রশিক্ষণহীনদের নিয়োগ করার ১ বছরের মধ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। (২) প্রথমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিতে হবে। (৩) প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের নিয়োগ করার পর শূন্যপদ থাকলে তবেই প্রশিক্ষণহীনদের নেওয়া যাবে।

স্কুল শিক্ষা দফতর থেকে শেষ মুহূর্তে জানা গিয়েছে, প্রাইমারি টিচার পদের লিখিত পরীক্ষা কবে হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। এবার শূন্যপদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এর মধ্যে প্রশিক্ষপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ১৯ হাজার।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বা সমতুল প্রতিষ্ঠান থেকে মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, ওবিসি, প্রতিবন্ধী, এক্সেমটেড ক্যাটেগরি হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায়ও উচ্চমাধ্যমিকে ওই শতকরা নম্বর থাকার বিষয়ে কোনও কড়াকড়ি নেই। সব ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। গতবার যাঁরা 'TET' দিতে পারেননি, তাঁরা যেমন পরীক্ষা দিতে পারবেন। তেমনি ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

প্রার্থী বাছাই করবে 'পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ'। এনসিটিই'র নিয়মানুযায়ী 'TET' নেওয়া হবে। প্রথমে ১০০ নম্বরের 'টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট (TET) হবে, সারা রাজ্যে একই দিনে। এই টেস্টে থাকবে এই ৫টি বিষয় : (১) শিশু মনস্তত্ব ও উন্নয়ন-২০ নম্বর, (২) প্রথম ভাষা (যে মাধ্যমের স্কুলে দরখাস্ত করবেন সেই ভাষা) —২০ নম্বর (৩) দ্বিতীয় ভাষা (ইংরিজি) — ২০ নম্বর (৪) অঙ্ক — ২০ নম্বর, (৫) পরিবেশ বিজ্ঞান — ২০ নম্বর। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। এই 'টেট' পরীক্ষায় ৬০% (তপশিলী, ওবিসি, প্রতিবন্ধী ও এক্সেমটেড ক্যাটেগরি হলে ৫৫%) নম্বর পেলে সফল হবেন। নেগেটিভ মার্কিং নেই। এরপর হবে ইন্টারভিউ।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানানো হয়, প্রাইমারি টিচার পদের জন্য এ মাসেই বিজ্ঞপ্তি বেরোবে। দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে, নির্দিষ্ট ফর্মে, ফ্রেশার প্রার্থীদের মতোই ২০১২ সালের প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে। কবে থেকে দরখাস্ত নেওয়া হবে, কীভাবে দরখাস্ত করবেন, কোন জেলায় কটি শূন্যপদ, পরীক্ষা ফী ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য এই বিজ্ঞপ্তিতে থাকবে। তখন যথাসময়ে 'কর্মসংস্থানে' দেওয়া হবে।

রাজ্যের গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ৩৩৫ ক্লার্ক, অফিসার

গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়ের জন্য

কাজের খবর

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কে 'অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস)', অফিসার স্কেল-I অফিসার স্কেল-II (আই.টি/সিএ/ল/ট্রেজারি ম্যানেজার)। পদে ৩৩৫ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) : যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও যে রাজ্যের এই ব্যাঙ্কের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে কাজ করার মতো জ্ঞান থাকলে ভাল হয়। শূন্যপদ : ১৮৮টি (জেনাঃ ১৪, ওবিসি ৪১, তঃজাঃ ৪৩, তঃউঃজাঃ ১০)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ২।

অফিসার স্কেল-I : যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। অ্যাগ্রিকালচারাল, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিমাল হাজেবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো-অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল ইকনমিক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বিষয়ের গ্র্যাজুয়েট হহলে অগ্রাধিকার পাবনে। এছাড়াও যে রাজ্যের ওই ব্যাঙ্কের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে কাজ করার মতো জ্ঞান থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে। শূন্যপদ : ১৪৭টি (জেনাঃ ৭৪, ওবিসি ৪০, তঃজাঃ ২২, তঃউঃজাঃ ১১)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্দী ১, অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধ ২।

অফিসার স্কেল-II স্পেশালিস্ট অফিসার পদে নেওয়া হবে এইসব পদে :

ইনফর্মেশন টেকনোলজি অফিসার : ইলেক্ট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। এএসপি, পিএইপি, সি++, জাভা, ডিবি, ভিসি, ও সিপি ইত্যাদি বিষয়ের সার্টিফিকেট থাকলে ভালো হয়। অন্তত ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ ১৮টি (জেনাঃ ১, ওবিসি ৫, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১।

চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট : ইনস্টিটিউট অফ চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েটশিপ (সি.এ) কোর্স পাশ হলে আর ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদনের যোগ্য। শূন্যপদ : ৩টি (জেনাঃ ২, ওবিসি)।

ল অফিসার : মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশরা অংবেদন করতে পারেন। কোনও আর্থিক বা ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ল অফিসার হিসাবে অন্তত ২ বছর আর অ্যাডভোকেট হিসাবে ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ: ২টি (জেনা ১, তঃজাঃ ১)।

ট্রেজারি অফিসার : ফিনান্স শাখায় এমবিএ কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েটশিপ (সিএ) কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। সব ক্ষেত্রে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ : ১টি (জেনাঃ)।

'অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট' ও 'অফিসার স্কেল – I' পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ৩-৬-১৯৮৬ থেকে ৩১-৫-১৯৯৬' এর মধ্যে। 'অফিসার স্কেল-II' পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ৩-৬-১৯৮২ থেকে ৩১-৫-১৯৯৩'এর মধ্যে। সব ক্ষেত্রে বয়স গুনতে হবে ১-৬-২০১৪'র হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর আর প্রতিদ্বন্দ্বীরা ১০ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ২০১৪ সালের আই বিপিএস'র সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসের RRB's (CWE) পরীক্ষায় মোট স্কোর পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই হবে।

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে রিজিনিংয়ে স্কোর থাকতে হবে ১৮ বা তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ১৩ বা তার বেশি), নিউমেরিক্যাল এবিলিটিতে স্কোর থাকতে হবে ২২ বা, তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ১৭ বা তার বেশি), জেনারেল অ্যাওয়ারনেসে স্কোর থাকতে হবে ১৩ বা তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ১০ বা তার বেশি), ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজে স্কোর থাকতে হবে ১৭ বা তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃ সংকঃ হলে ১৯ বা তার বেশি), কম্পিউটার নলেজে স্কোর থাকতে হবে ২০ বা, তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্দী ও তপশিলী প্রাঃসংপঃ হলে ১৬ বা, তার বেশি)। মোট স্কোর থাকতে হবে ৮০ বা, তার বেশি (তপশিলী,তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ৭০ বা তার বেশি)।

অফিসার স্কেল-I পদে রিজনিংয়ে স্কোর থাকতে হবে ১৭ বা, তার বেশি (তপশিলী, প্রাঃসংকঃ হলে ১৩ বা তার বেশি), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট স্কোর থাকতে হবে ১১ বা তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ৭ বা, তার বেশি), জেনারেল অ্যাওয়ারনেসে স্কোর থাকতে হবে ৯ বা তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ৭ বা, তার বেশি), হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজে স্কোর থাকতে হবে ১৭ বা তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ১৪ বা তার বেশি), কম্পিউটার নলেজে স্কোর থাকতে হবে ১৩ বা তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ১০ বা তার বেশি)। মোট স্কোর থাকতে হবে ৮০ বা, তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্দী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ৭০ বা, তার বেশি)।

অফিসার স্কেল-II (আইটিসিএ, ল, ট্রেজারি ম্যানেজার) পদে রিজনিংয়ে স্কোর থাকতে হবে ১২ বা তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ৮ বা তার বেশি), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট ও ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন স্কোর থাকতে হবে ৭ বা তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ৪ বা তার বেশি), ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস স্কোর থাকতে হবে ৬ বা, তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী হলে তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ৪ বা, তার বেশি), ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ স্কোর থাকতে হবে ১২ বা, তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ১৩ বা, তার বেশি), কম্পিউটার নলেজে স্কোর থাকতে হবে ১৫ বা তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্দী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ১২ বা, তার বেশি), প্রফেশনাল নলেজ আই টি স্কোর থাকতে হবে ১৩ বা তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ১০ বা তার বেশি), প্রফেশনাল নলেজ সি এ স্কোর থাকতে হবে ২৩ বা তার বেশি (তপশিলী, তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ২১ বা তার বেশি), প্রফেশনাল নলেজ ল স্কোর থাকতে হবে ৭ বা তার বেশি (তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ৫ বা তার বেশি)। মোট স্কোর থাকতে হবে ৮০ বা তার বেশি (তপশিলী তপশিলী প্রতিবন্ধী ও তপশিলী প্রাঃসংকঃ হলে ৭০ বা, তার বেশি)।

এরপর ৩০ নম্বরের ইন্টারভিউ হবে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। কবে কোথায় ইন্টারভিউ হবে তা কল লেটারে জানানো হবে। ইন্টারভিউয়ের সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন : (১) এখনকার তোলা ৩ কপি পাশপোর্ট মাপের ফটো, (২) সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, (৩) ফী পেমেন্ট রিসিপ্ট, (৪) ইন্টারভিউয়ের কল লেটার, (৫) স্কোর কার্ডের মূল, (৬) ফটো আইডেনটিটি কার্ড হিসাবে প্যান কার্ড, পাশপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা ভোটার আই ডি কার্ড, (৭) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কম্পিউটার সার্টিফিকেট ও কাস্টসার্টিফিকেটের মূল (৮) অন্যান্য প্রমানপত্র থাকলে তার মূল।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১৯মে থেকে ৩ জুনের মধ্যে। **এই ওয়েবসাইটে :** www.bgvb.co.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে Recrutment এ গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মপ্রিন্ট করে নেবেন। এবার নির্দিষ্ট টাকা ফী বাবদ অনলাইনে দিতে হবে। আরও বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন।

চেক বিলি নিয়ে অশান্তি

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ১৩ মে বুধবার, উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকে বেশ কয়েকদিন আগের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চেক বিলির প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। ওই সময় হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী, হেমতাবাদ ব্লক কৃষি আধিকারিক শ্রীকান্ত সিনহাকে মারধোর করে বলে অভিযোগ ওঠে। সেদিন আহত অবস্থায় শ্রীকান্ত সিনহাকে হেমতাবাদ ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তিও করা হয়েছিল। যদিও কৃষি আধিকারিককে মারধরের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেন মৃত্যুঞ্জয় বাবু।

সেই রেশ কাটতে না কাটতেই হেমতাবাদ ব্লক কৃষি আধিকারিক শ্রীকান্ত সিনহাকে অপহরণ সহ হেমতাবাদ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নেতৃত্বে বাস্তবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চেক বিলির দাবিতে গত ১৮ মে সোমবার দুপুরে হেমতাবাদ সমষ্টি উন্নয়ন দফতর সহ ব্লক কৃষি আধিকারিকের দফতরের সামনে এসে সমাবেশের রূপ নেয়। নেতৃত্ব দেন অভিযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় দত্ত। মিছিল ও

বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন কয়েকশ তৃণমূল কর্মী।

মৃত্যুঞ্জয় বাবু বলেন, ঝড়ের ফলে যেসব কৃষক বাস্তবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তাঁদের হাতে চেক তুলে না দিয়ে নিজের পরিচিত লোকদের চেক বিলি করছিলেন হেমতাবাদ ব্লক কৃষি আধিকারিক শ্রীকান্ত সিনহা। বিগত দিনেও এই কৃষি আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে। একজন সরকারি কর্মচারি একটি ব্লকে তিন বছরের বেশি থাকতে পারেন না। কিন্তু শ্রীকান্ত সিনহা গত নয় বছর ধরে হেমতাবাদ ব্লক কৃষি আধিকারিকের পদে বহাল রয়েছেন। তাই তাঁর অপসারণের দাবিতে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে বিক্ষোভ দেখানো হল।

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক জুট মিল, অবস্থা শোচনীয় রাজ্যে

মলয় সুর

পুর নির্বাচন শেষ হওয়ার পর থেকেই একের পর এক জুট মিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হুগলিতে ৬টা উত্তর চব্বিশ পরগনায় ৪টে জুট মিল বিভিন্ন অজুহাতে মালিক বন্ধ করেছেন। জুট মালিকপক্ষের বক্তব্য, অনুযায়ী পাট সমস্যা শ্রমিক পক্ষের কাজের গাফিলতি, শ্রমিক সংগঠনের জঙ্গি আন্দোলন ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টির দরুণ জুটমিলগুলি বন্ধ হচ্ছে। সবচেয়ে আসল ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে চটের বরাদ্দ অর্ডার নেই। তার তুলনায় বাজারে সিনথেটিক ব্যবহারে কম সরবরাহ থাকায় ব্যবহারে উপযোগী হয়ে উঠেছে। এই জুটমিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ, উত্তর চব্বিশ পরগনার সমগ্র বারাকপুর শিল্পাঞ্চল এলাকা এবং হাওড়া ও হুগলির কিছুটা এই জুটমিলের বেশির ভাগ শ্রমিক অবাঙালি রয়েছেন। তবে বাঙালি শ্রমিকের হার খুবই কম। হুগলির রিষড়ায় দুটি চাঁপদানিতে ১টি ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়ায় দুটি, শ্রীরামপুরে একটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কবে চালু হবে কেউই বলতে পারছে না। এর মধ্যে বেশ কিছু শ্রমিক বিহার, কেউ ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশে চলে গিয়েছেন। কেবলমাত্র বাঙালি এখানে পড়ে রয়েছেন। প্রচুর অভাব অনটনের মধ্যেও দিন গুজরান করতে হচ্ছে।

এই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে মালিকপক্ষ অবিলম্বে রাজ্য সরকার ও শ্রমিক ইউনিয়ন ও মিল মালিকের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক দরকার। অনেক শ্রমিকের মতামত বিগত বাম আমল থাকাকালীন তাদের এই অবস্থার মধ্যে কোনও দিন পড়তে হয় নি। চটের সমস্যা

ইউপিএ সরকারের থেকে বিভিন্ন খাতে আদায় করে। এখন মিল গেটে কোনও বর্তমান শাসক দলের নেতা মন্ত্রী বা সদস্যকে মিটিং করার জন্য দেখা মেলে না। এমন কি মালিকপক্ষ তথা মিল কর্তৃপক্ষ বিনা কারণে শ্রমিক ছাটাই শুরু করেছেন। এদিকে চারিদিকে সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে মিল আধুনিক করণ অজুহাতে কারখানা তুলে দিয়ে ছোট করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

ফের চন্দননগরের মেয়র হলেন রাম চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : চন্দননগর পুর নিগমে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলাররা শপথ গ্রহণ করলেন গত ২০ মে বুধবার, চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে। চন্দননগর পুর নিগমের মেয়র হিসাবে রাম চক্রবর্তী পুনরায় নির্বাচিত হন। ডেপুটি মেয়র ও চেয়ারম্যান হলেন যথাক্রমে সংঘমিত্রা ঘোষ এবং জয়ন্ত দাস। এদিন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জেলা তৃণমূল সভাপতি, শ্রম সচিব তপন দাশগুপ্ত, জেলাশাসক সঞ্জয় বনশন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ফের বজবজের চেয়ারম্যান ফুলু দে

দীপক ঘোষ : এক সপ্তাহের ব্যবধানে বজবজ ও মহেশতলা পুরসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। দুটি অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য পাঠ করান আলিপুর সদর মহকুমা শাসক কৃত্তিবাস নায়ক। মহেশতলায় সিপিএম প্রতিনিধিরা শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে হাজির না থাকলেও বজবজ পুরসভার সিপিএম প্রতিনিধিরা হাজির হয়ে শপথ বাক্য পাঠ করেন। ডায়মন্ডহারবার এর সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কাজের প্রতিযোগিতা করতে হবে। সংকীর্ণ রাজনীতি ছেড়ে কাজ করার অঙ্গীকার করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিনরাত কাজ করেন। আপনাদের প্রত্যেককে কাজ করতে হবে। মানুষের জন্য। শপথ পাঠ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক অশোক দেব। দ্বিতীয় পর্যায়ে কনফারেন্স রুমে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হন ফুলু দে। ভাইস চেয়ারম্যান হলেন গৌতম দাশগুপ্ত।

নামখানা থানার পুলিশের উদ্যোগে, নামখানা থানায় প্রায় ২০০ জনের বেশি রক্তদাতা রক্তদান করেন।

স্কুল ভোটে হার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা : গত ১৭ রবিবার অনুষ্ঠিত উচ্চমাধ্যমিক স্কুল দুর্বাচটি মিলন বিদ্যাপীঠের নির্বাচনে তৃণমূল ও কংগ্রেস জোটকে হারিয়ে ছটি আসনে জয়ী হয় বামফ্রন্ট মনোনীত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মঞ্চের ছয় প্রার্থী। এই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে এলাকায় শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর।

সুন্দরবনে মাটির রাস্তা রাখবো না : মন্ত্রী

সামিম হোসেন

বাসন্তীর সোনাখালীতে রামচন্দ্রনগর থেকে পাঠানখালী কলেজ ঘাট পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম সড়ক যোজনার অন্তর্গত ৪ কিমি ১৫০ মিটার রাস্তার শিলান্যাস করেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৪ টাকা। এই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হলে উপকৃত হবেন পাঠানকালী, বেলতলি, কুচখালী, বড়মোল্লা খালী, ছোট মোল্লা খালী, তুষখালী সহ বিস্তৃর্ণ এলাকার জনগণ। মন্ত্রী বলেন যেখানে ১৯টা ব্লক, ১৯০ গ্রাম পঞ্চায়েত ৫০ লক্ষ মানুষের বাস। সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ম্যানগ্রোভ জাতীয় বনভূমি। ৬৮ প্রজাতির গাছ আছে এই সুন্দরবনে, ৩৩০০ কিমি নদী বাঁধ। তিনি মন্তব্য করেন আগের সরকারের আমলে সুন্দরবনের কোনও উন্নয়ন হয়নি। মন্ত্রী বলেন—সুন্দরবনে আমি কোনও মাটির রাস্তা রাখবো না। সমস্ত জায়গায় ডবল সিলিং এর রাস্তা হবে। রাস্তা হলে তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। রাস্তা তৈরি করার সময় সামান্য জায়গা ছাড়তে অসুবিধা

হোকল নদীর উপর ৩৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটা সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। এই সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হলে পাঠানখালী কলেজ সুন্দরবনের মূল ভূখন্ডের সঙ্গে যুক্ত হবে। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ আরও দ্রুত হবে। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ হল সুন্দরবন, হয় অথচ রাস্তা হলে জায়গার মূল্য দ্বিগুণ হয়ে যায়। এরপর জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন রাস্তায় টাকা পুতে দিয়ে যাচ্ছি যাতে নষ্ট না হয় খেয়াল রাখবেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল মান্নান গাজি প্রমুখ।

ঝড়খালিতে পর্যটন কেন্দ্র হবে: মন্ত্রী

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : শনিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালির রাজামোড় পার্শ্বস্থ মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের এক সমাবেশে ঝড়খালি পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান-উপপ্রধান সহ আরো ১৫ জন পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এছাড়া ৫ হাজার সিপিএম, আরএসপি, বিজেপি কর্মী সমর্থক ওই দিন তৃণমূলে যোগদান করেন। ওই দিনের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি দফতরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, গোসাবা কেন্দ্রের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর প্রমুখ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঝড়খালি নিয়ে অনেক স্বপ্ন আছে। তিনি ঝড়খালিতে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। তা বাস্তবে রূপ দিতে কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। মন্ত্রী বেচারাম মান্না কাজের খতিয়ান দিয়ে বলেন রাজ্যে ২৯ লক্ষ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের জন্য চালু হয়েছে শস্য বিমা। চাষের উন্নয়নে দেড় লক্ষ পুকুর সংস্কার করা হয়েছে। কৃষকদের বিনা পয়সায় কৃষির যন্ত্রপাতি দেওয়া হচ্ছে। জল তোলার পাম্প সেটের জন্য কৃষকদের ১২ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হচ্ছে। একে একে অন্য মন্ত্রীরাও বক্তব্য রাখেন।

জ্যোতিষপুরে পিচ রাস্তার উদ্বোধন

প্রভুদান হালদার : জ্যোতিষপুর অঞ্চলের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া প্রধান রাস্তা উদ্বোধন করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। রাস্তাটি এখন ভাঙাচোরা ইটের। ওটা পিচিং হবে।

বাসন্তী হাইওয়ের শিবদাসী প্রাইমারী স্কুল থেকে জ্যোতিষপুর হাই স্কুল পর্যন্ত ২ কিমি রাস্তা পিচিং-এর কাজ মন্ত্রীর উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় গত ১৬ মে। বাজেট ধরা আছে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, পঃ সহ সভাপতি প্রতিম মণ্ডল, সমাজসেবী মন্টু গাজী, গিয়াসুদ্দিন সরকার মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ

দিলীপ নস্কর, এলাকায় বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বজিৎ মহাকুড়, ও স্বপন পট্টনায়েক ছাড়াও পঃ সমিতির অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষগণ। উল্লেখ্য এই রাস্তাটির দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। এলাকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। বক্তাগণ বলেন, বাম আমলে তৎকালীন মন্ত্রী সুভাষ নস্কর সহ অন্যান্য বাম নেতৃবৃন্দ এই এলাকাবাসীর দাবিকে কোনও গুরুত্বই দেননি। পরন্তু এলাকায় কম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি পিচিং হয়ে গিয়েছে। কেন বাম আমলে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় রাস্তাটি হল না, এলাকাবাসীর নিকট রহস্যাবৃত্ত। বর্তমান সরকার এই রাস্তার কাজ আরম্ভ করায় এলাকাবাসী, ছাত্রছাত্রী সকলেই খুশি।

মহানগরে

কলকাতায় কংগ্রেসের অভাবনীয় সাফল্য

বরুণ মণ্ডল

কলকাতারনির্বাচনীবিশেষজ্ঞদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পর তাদের মতামত সাম্প্রতিক কলকাতা পুর নিগমের নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল অভাবনীয় ফল করেছে। তাদের আরও বক্তব্য, আগামী দিনে 'ক্ষয়রোগে' ভোগা এই রাজনৈতিক দল পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এবারের পুর নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার কয়েকদিন পূর্বে গত ৭ মার্চ তৃণমূলে পুনরায় যোগ দেন দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি তথা ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি মালা রায়। মালা রায়ের সঙ্গে একই পথের পথিক হন ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেসের বরিষ্ঠ পুর প্রতিনিধি অরুণ দাস (বিশু)। এর মাসখানেক পূর্বে ফেব্রুয়ারিতে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সুমন সিং কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে আসেন। ৭৯ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি রাম প্যায়ারে রাম ২০১১-এর ৩০ জুলাই

ওয়ার্ড নম্বর	প্রথম স্থানাধিকারী দল	জাতীয় কংগ্রেস	ব্যবধান
৪১	২৫৩৩ (বামফ্রন্ট)	১৮৪৬	৬৮৭
৪২	৩৭৭২ (বিজেপি)	২৬৫৪	১১১৮
৪৪	৫২৩৭ (তৃণমূল)	২৭০৯	২৫২৯
৪৭	৩৮৮০ (তৃণমূল)	২২৩৮	১৬৪২
৪৮	৫৫৪২ (তৃণমূল)	১৬৫৮	৩৮৮৪
৪৯	৩০৪৪ (তৃণমূল)	১৯৪৭	১০৯৭
৫৬	১০২৯০ (তৃণমূল)	৫০১১	৫২৭৯
৬০	১২৮৭২ (তৃণমূল)	৬৫১৪	৬৩৫৮
৬১	১১৩১৮ (তৃণমূল)	২২৯৯	৯০১৯
৬২	১৮৩৬৪ (তৃণমূল)	২৫৫৩	১৫৮১১
১৩৪	১৫৪৬৭ (তৃণমূল)	৩০০২	১২৪৬৫
১৩৬	৫৪৭৫ (তৃণমূল)	৩৯৬৯	১৫০৯
১৩৭	২৯০৯ (নির্দল)	২৬৮২	২২৭
১৪১	৫০৪৮ (তৃণমূল)	৩৮৯৫	১১৫৬

কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে আসেন। আর কিছুদিনের মধ্যেই তৃণমূলী পুর কর্তৃপক্ষ একটি পদও তাঁকে দিয়ে দেন। মেটিয়াবুরুজের বিধায়ক ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি মমতাজ বেগম ২০১০-এর ১৯ ডিসেম্বর কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে আসেন আর প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক খালেক মোল্লার স্ত্রী ১৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি তপসিরা বেগমও কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে আসেন। ২০১০-এর পুর নির্বাচনে জেতা ১০ জন পুর প্রতিনিধির মধ্যে দলে থেকে যান মাত্র দু'জন পুর প্রতিনিধি— ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রকাশ উপাধ্যায় ও ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষ পাঠক। এবারের পুর নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল ওই ওয়ার্ড দু'টি ধরে রেখে মোট পাঁচটি ওয়ার্ডে জিতে এসেছেন। অন্য 'হাত' চিহ্ন ওয়ার্ড তিনটি হল : ৪৩, ১৩৫ ও ১৪০। ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের শগুফ্তা পরভীন বিদায়ী তৃণমূল পুর প্রতিনিধি শ্বেতা ইন্দোরিয়ার সঙ্গে ব্যবধান রাখেন ২,৭২১টি ভোট আর ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের আখতারি নিজামি বিদায়ী তৃণমূল পুর প্রতিনিধি রুবিনা নাজের সঙ্গে ব্যবধান রাখেন ১৭১৩ টি ভোট এবং মধ্য কলকাতা ও গার্ডেনরিচ এলাকা মিলিয়ে মোট ১৪টি আসনে 'হাত' চিহ্ন দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। অথচ এবারের পুর নির্বাচনে ৪৫ নম্বর আসনটি বাদে বাকি একটি আসনও পাওয়া যাবে কী না, সে বিষয়ে একসময় প্রদেশ নেতৃত্ব ভীষণ রকম সন্দিহান ছিলেন।

কলকাতা পুরভোটে কংগ্রেসের সাফল্যের যে খতিয়ান তাতে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হবে ২৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে পুনর্নির্বাচিত কাউন্সিলর প্রকাশ উপাধ্যায়ের জয়ের কথা। সারদা কান্ড নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যখন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে লড়াকু ভূমিকা নেন আব্দুল মান্নান তখন অপরদিকে কলকাতা পুরসভায় এ নিয়ে সোচ্চার হন প্রকাশবাবু। বেহালার ১৪ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের ঠিক বিপরীতে সুদীপ্ত সেনের সারদা কোম্পানির যে বিপুল সম্পত্তি ছিল তা কিভাবে তৎকালীন পুরবোর্ড অনুমোদন দিয়েছিল সে নিয়ে প্রথম মুখ খোলেন প্রকাশ উপাধ্যায়। সিবিআই এবং ইডি-র কাছেও দরবার করেন। তাঁকে হারাতে পরেশ পালের মতো দাপুটে প্রার্থীকে দাঁড় করায় তৃণমূল। কিন্তু তাও হাত চিহ্ন নিয়ে সগৌরবে এই আসন জিতে নিয়েছেন তিনি।

মাদ্রাসায় ছাত্রীদের পাশের হার কমলো

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ডের ২০১৫-র হাই মাদ্রাসা (সাধারণ দশম শ্রেণি, পূর্ণমান: ৮০০), আলিম (ধর্মশাস্ত্র পত্র সহ ইসলামি পাঠক্রমে দশম শ্রেণি, পূর্ণমান : ৯০০) ও ফাজিল (আলিমের দ্বাদশ শ্রেণি, পূর্ণমান : ৬০০) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল গত ১৯ মে। মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ফজলে রব্বি এদিন হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারের বেগম রোকেয়া ভবন থেকে এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন। এবারের হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফলের বিশেষ বৈশিষ্ট হল, গত বছরের তুলনায় নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা কমেছে ৭২৬ জন আর গত বছরের তুলনায় পাশের হার বেড়েছে ১.৩৯ শতাংশ কিন্তু ছাত্রীর সংখ্যা কমেছে ১৫২৯ জন। আর সঙ্গে সঙ্গে গত বছরের তুলনায় পাশের হার কমে ০.৩৯ শতাংশ আর আলিম পরীক্ষার ফলাফলের বিশেষ বৈশিষ্ট হল গত বছরের তুলনায় নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা বেড়েছে ১৪ জন আর সঙ্গে সঙ্গে গত বছরের তুলনায় পাশের হার বাড়ে ২.৩৭ শতাংশ কিন্তু ছাত্রীর সংখ্যা কমে ১৮ জন আর সঙ্গে সঙ্গে গত বছরের তুলনায় পাশের হার কমে ০.৬৫ শতাংশ অন্যদিকে ফাজিল পরীক্ষার ফলাফল সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন রকম। ফাজিলে গতবারের তুলনায় নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা কমেছে ১৯৫ জন কিন্তু গত বারের তুলনায় পাশের হার কমেনি। উল্টে পাশের হার বাড়ে ৫.১ শতাংশ আর ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ে ১৭৬ জন সঙ্গে সঙ্গে গতবারের তুলনায় পাশের হার বাড়ে ৬.৫৯ শতাংশ। যা ছাত্রীর পাশের হারের তুলনায় ১.৫ শতাংশ বেশি। বোর্ডের সভাপতি জনাব ফজলে রব্বি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের জানান, 'এই তিন পরীক্ষা মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গত বারের তুলনায় ৬.৫৭ শতাংশ (৩৫১৩ জন) বৃদ্ধি পেয়েছে। হাই মাদ্রাসা (১৫,১৮৪ জন) আর আলিম (১৫৯ জন) পরীক্ষায় ছাত্রীর সংখ্যা গতবারের তুলনায় বেশি। যা দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে, পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের মেয়েরাও লেখাপড়ায় আগ্রহী হয়ে উঠছে'।

এদিকে ফাজিলে প্রথম দশ স্থানাধিকারীর সম্ভাব্য 'টপার লিস্টে' দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ছাত্রদের জয়জয়কার। ফাজিলে ৬০০-র মধ্যে ৫৩৯ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ধোলাহাটের (ধোলা) মহম্মদ সানোয়ার হোসেন পাইক। সানোয়ার হুগলির ফুরফুরা ফতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র। সরিফুল উত্তর ২৪ পরগনার বোহেরা এলাকার খারকি ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র আর অপর জন হলেন কুলপির দক্ষিণ রাজনগরের মহম্মদ জাহিদ হোসেইন চাপরাশি। জাহিদ ফুরফুরা ফতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র। ফাজিলের প্রথম দশ জনের মেধা তালিকায় ছাত্রীদের কোনও স্থান হয়নি। কিন্তু হাই মাদ্রাসায় তৃতীয় হয়েছে জলপাইগুড়ির কাজী দিলরুবা খানম। পঞ্চম হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের মাসুমা পরভিন। আলিমে দ্বিতীয় হয়েছে হুগলির পরশুরা আফ্রিন মিদ্দে। আগামী বছর এই তিনটি পরীক্ষা শুরুর দিনটি আর একদিন এগোনো হয়েছে অর্থাৎ ২০১৬-র মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা চলবে ৮ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ২৩ মে – ২৯ মে, ২০১৫

অরুণার প্রয়াণ : কিছু প্রশ্ন

গত সপ্তাহে সেবিকা অরুণা শানবাগ দীর্ঘ ৪৩ বছর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে তারই কর্মস্থানে প্রয়াত হলেন। ১৯৭৩ সালে একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে ওয়ার্ড বয়ের পাশবিক অত্যাচারে কোমায় চলে যান অরুণা। সহকর্মীরাই দীর্ঘদিন তার সেবাযত্ন চালিয়ে যায় স্বেচ্ছায়। সেদিনের ওই দুষ্কৃতী মাত্র ১০ বছরের সাজা পেয়ে মুক্তি পেয়ে যায়। অরুণা দিনের পর দিন মৃত্যু শয্যায় লড়াই চালিয়ে গিয়েছে। গণমাধ্যমে মাঝে মধ্যে অরুণার প্রসঙ্গ উঠে এলেও তেমনভাবে সুশীল সমাজকে প্রভাবিত করেনি, রাজনীতিকদের তো নয়ই। অরুণার এক সাংবাদিক বন্ধু সুপ্রিম কোর্টে অরুণার স্বেচ্ছা মৃত্যুর আবেদন জানিয়েছিলেন। আদালত সায় দেয়নি সেদিন। কিন্তু স্বেচ্ছা মৃত্যুর বিষয়টি জাতীয় স্তরে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

অরুণার এই চলে যাওয়া তথাকথিত সভ্য সমাজের দিকে শুধু ঘৃনাই বর্ষণ করে। কেন বারবার অরুণার মতো নিষ্পাপ মেয়েরা সমাজের কিছু বিকৃতমনস্ক লোকের শিকার হয় আর অপরাধীরা সমাজের জন অরণ্যে মিশে যায়। সমাজ বিজ্ঞানীদের ও রাজনীতিকদের হিসাব আলাদা আলাদা হলেও মূল সমস্যা থেকেই যায়। কখনও কখনও জনগণের স্বতস্ফুর্ত বিক্ষোভ আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটালেও তারপর স্তিমিত হয় নানা প্রতিশ্রুতি আর 'পদক্ষেপের' প্রভাবে। যেমনটা দিল্লির নির্ভয়া কান্ডে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল।

মূল বিষয় নারী নিগ্রহকারীরা শাস্তি এড়িয়ে যায় কিছু আইনি জটিলতার ফাঁক দিয়ে। যেমনটা অরুণার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। আজও প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে নারী নিগ্রহর খবর উঠে আসে। গ্রাম–শহর কোনও ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম ঘটে না। অথচ দেশে আইন আছে, আদালত আছে। বিদেশে এবং এদেশেও বহু উগ্র অপরাধীরা মূলত মহিলা ও শিশুদের ওপর নির্যাতন করে। রাজনীতির মোড়কে গ্রামবাংলায় সাম্প্রতিক অতীতে এবং বর্তমানেও যে হানাহানি চলছে সেক্ষেত্রেও সেই একই সূত্র কাজ করছে। বাড়ির মহিলাদের ওপর চড়াও হচ্ছে রাজনৈতিক মাফিয়া এবং তাদের পোষ্য গুন্ডারা। প্রেমের ফাঁদে ফেলে এদেশেও এবং এ বাংলাতেও একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। দিনের পর দিন এই অবিচার দেখার পরেও জনমানসে তেমন প্রতিক্রিয়া ঘটে না। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এক মাধ্যমিক ছাত্রীকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এক্ষেত্রেও সেই একই প্রশ্ন অপরাধীর আদৌ শাস্তি হবে কী? দেশে বেটি বাঁচাও থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী নানা প্রকল্প থাকলেও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের জন্য সঠিক দিশা কোনও প্রশাসনই আইনসিদ্ধ করেনি। সঠিক টাস্ক ফোর্স করে নতুন ভাবনা–চিন্তা এই মুহূর্তে খুবই জরুরি। নইলে অরুণার মতো ঘটনা আমাদের শুধু লজ্জিতই করবে কোনও বাস্তব সমাধানের দিশা দেখাতে পারবে না।

অমৃত কথা

৫৬৬ যদু মল্লিকের বাড়ি কোথা? বাগান কোথা? কত টাকার বিষয় আছে? অনেকেই তার সন্ধান নেয়, কিন্তু যদু মল্লিককে কয়জন দেখতে যায় এবং কয়জনই বা উদ্যোগ করে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে। শাস্ত্রের কথা, ধর্মের কথা অনেকেই আলোচনা করে বটে, কিন্তু কয়জন ঈশ্বরকে দেখতে চায় এবং কয়জনই বা উদ্যোগ করে তাঁর কাছে যেতে চায়।

৫৬৭ ছেলে হলো না বলে লোকে দু ঘটি কাঁদে, বিষয় হলো না বলে লোকে হা–হুতাশ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে দ্যাখবার জন্য কয়জন ব্যাকুল হয়? যে চায়, সে পায়।

৫৬৮ আর এক সময় তিনি বলেছিলেন, 'যে তাঁকে চায়, সে পায়। হয় না হয় করে দ্যাখো, বেশি নয়, তিন দিন করে দ্যাখো।'

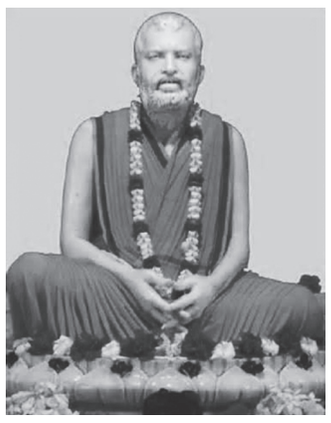

৫৭০ কোনও সাধক তাঁকে লেছিলেন, 'মনে কেন এখনও কুভাব ওঠে?' তিনি বললেন, তা উঠুক, ওতে দোষ হবে না, কুকাজ না করলেই হলো।'

৫৭১ ভগবানের জন্য গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করলেও পাপ হয় না।

৫৭২ একটা দামড়া গরুকে আর একটা দামড়া গরুর ওপরে উঠতে দেখে খোঁজ করে বুঝতে পারা গেল যে, গরুটা বড় হয়ে সঙ্গ হবার পর দামড়া হয়েছিল, এই কারণে ওই সংস্কার।

৫৭৩ পাঁঠা কাটলেও যেমন খানিকক্ষণ ধড়ফড় করে, অহঙ্কারও সেই রকম গিয়েও যায় না। জীবন্মুক্ত পুরুষেরা যে অহঙ্কার নিয়ে সংসারে বিচরণ করেন, তা এইরূপ অর্থাৎ জীবন শূন্য। তাতে আর তাঁদের কাম–কাঞ্চনে আবদ্ধ করতে পারে না।

৫৭৪ যে ভাবে আমি জীব–সে জীব, যে ভাবে আমি শিব–সে শিব।

৫৭৫ অনেকে বিনয়ের ভান করে বলে, আমি কীট। কীট কীট করতে করতে দিনকতক বাদে বাস্তবিকই তারা কীট হয়ে পড়ে। মনে কখনও হতাশ ভাব আসতে দেবে না। হতাশ হলে সে আর ধর্মপথে অগ্রসর হতে পারবে না। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।

ফেসবুক বার্তা

আর্তের সাহায্যে মাঠে নেমে পড়তেও দ্বিধা করতেন না বাঙালির সর্বকালের মহানায়ক উত্তম কুমার। যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন তিনি এবং তৎকালীন বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। এবারের ফেসবুক চিত্রায়ণে ফুটে উঠেছে এমনই এক ছবি যাতে মহানায়কের পাশে রয়েছেন একে একে খলনায়ক বিকাশ রায়, হাসির সম্রাট ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চরিত্রাভিনয়ের অন্যতম কান্ডারী অসিতবরণ।

মিলে সুর হামারা ...

নির্মল গোস্বামী

মোদি–মমতা মিলনের বৃত্তটি সম্পূর্ণ হল গত ১০–৫–২০২২ তারিখে। বার্নপুর ইসকোর আধুনিক কলেবরে উৎপাদনের শুভ সূচনা মঞ্চে। এতো দিন সমালোচকরা যা বলতেন আজ দিদির মুখে হুবহু সেই বাণী। রাজ্য কেন্দ্রের যৌথ প্রচেষ্টায় বা একত্রেই ভারতের উন্নতি করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর মুখে একথা নতুন নয়। কিন্তু আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর মুখে একথা শুনে বলতে ইচ্ছা করে ''এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে।'' যে দাঙ্গাবাজ, দাঙ্গাগুরুকে কোমরে দড়ি পরিয়ে জেলে ভরার কথা ছিল আজ তার সুরে সুর মিলিয়ে গান ধরেছে ''মিলে সুর হামারা'' এই তেরা সুর মেরা সুর মিলনের নেপথ্যে কি আছে সেটা খুঁজে বের করতে তাবৎ মিডিয়া কুল আজ অতিমাত্রায় সক্রিয়। সকল বিরোধী দল তো বলেই দিয়েছে যে একজনের বিল পাশ করার প্রয়োজন আর একজনের সারদার রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি চাই। এই দুই বাধকতাই দুজনের সুর মিলিয়ে দিয়েছে। এই যুক্তি নতুন কিছু নয়। এবং এটাই বাস্তব সত্য। আবার এই সত্যের ভিতরে আর একটা সত্য লুকিয়ে আছে সেটাকে পাঠকের গোচরে থাকা প্রয়োজন।

সাধারণ ভাবে আমরা জানি যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার শর্ত হল ''কমন কনস্ট্যান্ট অ্যাক্টিভিটিজ''। বাংলায় বলতে হয় একই ধরনের কাজ দীর্ঘ দিন করতে করতে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। যেমন দুই জন একই ক্লাসের ছাত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দুজন শ্রমিকের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দুজন শিক্ষকের মধ্যে গড়ে ওঠে। কিন্তু দুজন রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব খাটে না। সহজে বন্ধুত্ব হয় না। একই দলের একটা রাজনীতি করে অথচ সত্যিকারের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না। তার ওপর ওপর দেখানো ভাব। ভিতরে ভিতরে কে কাকে ল্যাং মেরে গুরুত্বপূর্ণ পদ হাসিল করতে পারে তার রেশারেশি। আর অন্য দলের রাজনীতিকদের মধ্যে বন্ধুত্বের সংজ্ঞা পাল্টে যায় তখন ওপর ওপর ভীষণ শত্রু কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভাবে ''উই আর সেম বোথ ব্রাদার্স''। মোরা যাত্রী একই তরণীর। বর্তমানে ভারতের রাজনীতির অঙ্গনে যে যত বেশি লোক ঠকাতে পারবে সে তত বড় রাজনীতিজ্ঞ। আর এই লোক ঠকানোর পরীক্ষায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী একশোর মধ্যে একশো দশ পাবার যোগ্য। কারণ একজন ''আচ্ছে দিন আয়েগা''র স্বপ্ন ফেরি করে ক্ষমতায় এসেছে আর একজন ''বদলা নয় বদল চাই'' এর শ্লোগান গেয়ে ক্ষমতায় এসেছে। সময়ের কষ্ঠি পাথরে দুজনের যাচাই হয়ে গেছে। ফল হল—একবারে নিখাদ রাং। কারণ আচ্ছে দিন আসা তো দূর অস্ত এক বছরের মধ্যেই বুরে দিন আসার আভাস ফুটে বের হচ্ছে কি দেশের ক্ষেত্রে কি দলের ক্ষেত্রে।

অন্যদিকে যিনি বদলা নয় বলেছিলেন তিনি বদলার ষোল কলা পূর্ণ করেছেন শাসনকালের শেষলগ্নে এসে। তিনি পূর্বতন শাসকদলের প্রতি বদলা তো নিয়েছেনই উপরন্তু জনগণের উপরও বদলা নিচ্ছেন। কারণ পাছে জনগণ বিরোধীদের ভোট দেয় সেই ভয়ে ভোট না করলেই যেন ভাল হয়। নেহাৎ হাই কোর্ট ছিল, তাই ভোট করা। তাই ভোট যাতে অবাধ না হয় তারই সর্বময় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল বিগত পুর নির্বাচনে। যে গণতন্ত্রের পথ বেয়ে তিনি ক্ষমতায় এসেছেন সেই গণতন্ত্র আর চান না।

সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেন বিরোধী শূন্য হয়। তাই মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে উন্নয়ন চাইলে সরকারি দলকেই পুরসভায় ভোট দেওয়া উচিৎ। সেই যুক্তিতে কেন্দ্রের সরকারি দলকেই তো রাজ্যের শাসন ভার দেওয়া উচিৎ তবে উন্নয়ন যথাযথ হবে? এই বদল পশ্চিমবঙ্গবাসী কিন্তু চায় নি। যে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে সেই একই গণতান্ত্রিক সংবিধানিক আইনে মন্ত্রী জেল খাটছেন তবুও তিনি মন্ত্রী। প্রতিবাদ করলে, প্রশ্ন করলে ব্যাঙ্গ করলে সৎ নাগরিকরা সঙ্গে সঙ্গে মাওবাদী হয়ে যায় শাসনের খাঁড়া নেমে আসে তাদের উপর। আর যারা প্রকৃত মাওবাদী কত পুলিশ কর্মী, সাধারণ মানুষকে বিনা দোষে মেরেছে যারা আইনের চোখে রাষ্ট্রদ্রোহী যাদের

জেলে কঠোর শাস্তিভোগ করা উচিৎ ছিল। সেই কিষেণজীর ছায়াসঙ্গী লালগড় আন্দোলনের দু নম্বর নেত্রী সুমিত্রার বিয়ে দিয়ে বরের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে সরকার। আরো কতো মাওবাদী চাকরি পাচ্ছে। বিরোধী নেত্রী হিসাবে যাদের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এলেন তাদেরই বধ করলেন প্রথমে। কিষেণজী বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান। কারণ তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরোধিতা করে ছিলেন যেটা কিষেণজীর কাম্য ছিল। সেই কিষেণজীই হলেন মমতার রাজত্বের প্রথম বলি। লালগড় আন্দোলনের সময় যে ছত্রধর মাহাতোর বাইকে বসে ঘুরলেন তাকেই প্রথম জেলে পুরলেন আজও জেলে পচছে। যে দেবলীনা চক্রবর্তী মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতির নেত্রী নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন সেই দেবলীনার জেল হল। ফলে সবটাই উলটো কাজ। ফলে বিরোধী ও শাসক হিসাবে কথায় ও কাজে এতো বৈপরীত্যের সমাহার অন্য কোনও নেতানেত্রীর চরিত্রে দেখা যায়নি। এ হেন চরিত্রের মানুষে কাজকর্মের সর্ববিধ উদ্দেশ্য থাকে ক্ষমতা দখলের। অন্য কারও জন্য তার প্রাণের টান নেই। না বেকারদের জন্য না কৃষকদের জন্য না মহিলাদের জন্য। না শিশুদের জন্য বা গণতন্ত্রের জন্য না মানবতার জন্য। ফলে ক্ষমতা ধরে রাখতে সারদা থেকে বাঁচতে পূর্ব কথিত দাঙ্গায় রক্তে রাঙা হাত ধরতে এক মিনিটও সময় লাগার কথা নয়, জনগণকে বুঝতে হবে যে সারদা নিয়ে সিবিআই এমন কিছু পেয়েছে যাতে করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপদ হতে পারে। সেদিকে গালাগাল দেবার সময় যেমন সংখ্যা লঘু ভোট পাবার স্বার্থে ছিল ঠিক তেমনি হাত ধরার ক্ষেত্রেও একই স্বার্থে কাজ করছে গদি বাঁচানো—

অপর পক্ষে মোদি সাহেব আজও স্বপ্ন ফেরি করে বেড়াচ্ছেন। যিনি গণতন্ত্রের মন্দিরে ঢোকার আগে আনত হয়ে প্রণাম করেন কিন্তু বিরোধী দলের দু একটা এম পি কম থাকার অজুহাতে বিরোধী দলনেতার মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। গণতন্ত্রের স্বার্থে এইটুকু উদারতা দেখাতে আপত্তি কোথায় ছিল? মান্যতা প্রাপ্ত বিরোধী দল নেতা নেই বলে সংসদে বিরোধিতার ঝাঁঝ যে কিছু কমেনি তা মোদিজী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। ''বেকার নওজওয়ান কো নকরি চাহিয়ে কি নেহি''? এই আওয়াজ তুলে যিনি ময়দান কাঁপিয়ে আকাশ বাতাস আলোড়িত করে চষে ফেলেছেন সেই তিনি বেকারদের চাকরির জন্য একটাও পদক্ষেপ নেয় নি। কবে জমি বিল পাশ হবে তবে শিল্পপতিরা আসবে কারখানা খুলবে কবে ছেলে মেয়েরা চাকরি পাবে। সে তো সরকার না থাকলেও কারখানা হবে এবং কারখানা হলে কিছু লোক চাকরি পাবে।

যিনি স্কিল ইন্ডিয়ার কথা বলে অথচ ৩৫০ এমপির মধ্যে থেকে একজন বারো ক্লাস পাশ মহিলাকে শিক্ষামন্ত্রী করেন। ১১৫ কোটি দেশের একজন মাস্টার ডিগ্রি কিংবা ডক্টরেট কে পাওয়া যায় নি শিক্ষা মন্ত্রীর পায়ের জন্য। ফলে সবটাই যে, ''মুখে মরিতং জগত'' তা বোধ হয় অল্প সময়েই পরিস্কার হচ্ছে। যিনি বাজার অর্থনীতির নিয়ম মেনে সব সরকারি সংস্থা বেসরকারি করণ করতে ইচ্ছুক। তিনি ক্ষমতায় এসেই ডিজেলকে ডি–কন্ট্রোল করে দিলেন কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে হাফ দাম হলেও আমরা বড়োজোর ৮ টাকা কম দামে পেয়েছি। তার উপর দু দুবার সার্ভিস ট্যাক্স বসিয়ে লক্ষ কোটি টাকা জনগণের পকেট কেটেছে। দাম যখন কমে ৮০ পয়সা আর যখন বাড়ে তখন ৩ টাকা। কালো টাকা বিদেশ থেকে ফেরাতে পারবে কিনা জানি না আদৌ ইচ্ছা আছে কি সে নিয়েও প্রশ্ন চিহ্ন আছে। কিন্তু দেশের মধ্যেই যে হাজার হাজার কোটি কালো টাকার কারবারিরা আছে তাদের খুঁজে বের করে ধরার কোনও উদ্যোগ নিয়েছে বলে শোনা যায়নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি সংস্থাকে বিশাল অঙ্কের লোন দেবার জন্য সুপারিশ করছে এ জিনিস আগে দেখা যায়নি। নির্বাচনের আগে বঙ্গবাসী বুঝেছিলেন একজন জবরদস্ত শাসক এসেছেন। তিনি অন্যায়ের সাথে আপস করবেন না। সারদা তদন্তে কেউ ছাড়া পাবেনা একথা নির্বাচনী মঞ্চে উচ্চকিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। আর প্রধানমন্ত্রীর প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় বন্ধুপ্রতিম সরকারের দুর্নীতির কথা মনে পড়ে অথচ সারদার কথা কি এক জাদুবলে বেমালুম ভুলে যায়। রাজ্য কেন্দ্রের সম্পর্কের একটা অইনি বৈধতা আছে। সাংবিধানক চৌহদ্দির মধ্যেই সীমায়িত। তার জন্য জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সঙ্গে প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আসলে নিজ স্বার্থে একে অপরের পিঠ চুলকে দেওয়া। বাস্তবতার আয়নায় যে জার মুখ দেখে প্রকৃত স্বরূপকে চিনেছে। ভেদ জ্ঞান লোপ পেয়েছে। দল ও গদির স্বার্থে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে যে কোনও সময়ে যে খরকুটোর মতো অবজ্ঞা করা যায় এই জ্ঞান চৈতন্যের সাগরে দুজনেই আজ তরী ভাসিয়ে দিয়েছেন।

শান্তির মিজো রাজ্যে 'হমার' অশান্তি

পর্ব ২৪

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

নাগা জনজাতির বিদ্রোহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ শুধু জানায় নি। মিজোরাম মণিপুর অঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারিদের উস্কানিতে ভারত বিরোধিতায় অথবা দেশ বিরোধী বিদ্রোহের জিগির তোলা হয়। ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হবার ১ মাস ৪ দিনের মাথায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ মিজো ন্যাশনাল আর্মি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় স্বশস্ত্র অভ্যুত্থান করে। বিদ্রোহীরা বার্মা এবং পূর্ব পাকিস্তানে ঘাঁটি করে ভারত বিরোধী হিংসাত্মক নাশকতা শুরু করে। জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য এলাকায় বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্য স্বাধীনতার পর প্রথম বায়ুসেনাকে বিদ্রোহ দমনে কাজে লাগানো হয়। ভারতের মধ্যে ভূখণ্ডে বিদ্রোহ দমনে এই দৃষ্টান্ত অতীতে ঘটে নি। ১৯৮০ দশক অবধি মিজো উপজাতিদের বিদ্রোহ অব্যহত ছিল। ১৯৮৬ সালে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের একছত্র নেতা লালথানওয়ালার সাথে ভারত সরকার শান্তি চুক্তির দ্বারা এই বিদ্রোহের সাময়িক অবসান ঘটে। ১৯৮৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ভারতীয় সংবিধানের অধীনে মিজোরাম স্বতন্ত্র রাজ্যের স্বীকৃতি লাভ করে। ২০০০–২০০১ সালে মিজোরাম হল ভারতের প্রথম রাজ্য ১৮২.৪৫ কোটি টাকা দেশের শান্তিপূর্ণ রাজ্য হিসাবে লাভ করে। কিন্তু মিজো সমস্যার সমাধান হয় নি। মিজো পার্বত্য জেলার বাইরে 'হমার' উপজাতি জনগোষ্ঠী বসবাস করে তাদের আন্দোলন শুরু হয়। শান্তির রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ নতুন করে হানা দেয়।

নৃতাত্ত্বিক ধারায় হমাররা চিন কুকি মিজো উপজাতি। আসাম–মণিপুর মিজোরাম ত্রিপুরার এই জনগোষ্ঠী বসবাস করলেও মিজোরামের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে ১ লক্ষ ১০ হাজারের বেশি হমার উপজাতি জনগোষ্ঠীর বসবাস। ৯৮.৫৮% খ্রিস্টান। মিজো শান্তি চুক্তি সাক্ষরের পর হমাররা আশা করেছিল তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। লাইমারা এবং চাকমা উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য স্বশাসিত জেলা পর্ষদ গড়ে উঠলেও হমারদের জন্য স্বশাসিত পর্ষদ গড়ে তোলা হয়নি। দাবি করা হয় হমররা মিজোরামের আদি জনজাতি। মায়ানমার সীমান্তবর্তী চম্পাই অঞ্চলে একাধিক গ্রাম ও স্থানীয় নদীর নাম হমার জনজাতির নামে। স্বতন্ত্র রাজ্য মিজোরাম গড়ে তোলার দাবিতে আন্দোলনকে তারা সমর্থন করেছিল। অথচ রাজ্য গঠনের পর তাদের সংস্কৃতি ভাষা ও স্ব–শাসনের দাবি উপেক্ষিত থেকে যায়।

১৯৮৬ সাল থেকে হমার পিপল্‌স কনভেনশন গড়ে তুলে মিজোরামের উত্তরাঞ্চলে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৭–৮৮ সালে এইচ পিসি রাজ্যের রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হমার স্বশাসিত জেলা প্রশাসন গড়ে তোলার পাশাপাশি সংখ্যালঘু উপজাতি অধিকার এবং সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধার দাবি করে। হমারদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা এবং

ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে এই স্বতন্ত্র পর্ষদ গঠনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পক্ষই তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেয় নি। ফলত, ৮০–র দশকের শেষ দিক থেকে শুরু হয় জঙ্গি বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ। প্রাথমিকভাবে ১৪৪ ঘন্টা বন্ধের মধ্য দিয়ে হমার কনভেশন আন্দোলন শুরু করে। মিজো পুলিশ প্রশাসনের অত্যাচারে এই আন্দোলন ক্রমশ জঙ্গি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে আন্দোলন অবশ্য অহিংস পথে চালিত হয়েছিল। পুলিশি অত্যাচারের মোকাবিলার স্বার্থে হমার ভলেন্টিয়ার সেল গঠন করে। ধীরে ধীরে এই সংগঠনটি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত হয়। ১৯৮৯ সালের ১৬ই মে এই এইচভিসি এবং মিজো পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে এ প্রথম ২ জন হমার জঙ্গি এবং ১ জন পুলিশ সাব ইনসপেক্টর মারা যায়। পরবর্তী সময়ে এই সংঘর্ষ ক্রমশ তীব্র হয়। ১৯৯৪ সালে এইচপিসি এবং পর্ষদ গড়ে তোলার সুপারিশ করে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধিকার দেওয়া হয় নি। এমনকি হমার ভাষাকে পার্বত্য পরিষদের সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ১৯৯৭–এর ২৭শে আগস্ট সিপলং পার্বত্য পরিষদ গঠন সরকারি ভাবে ঘোষিত হয়। কিন্তু এই পার্বত্য এলাকার সীমানা নির্দিষ্ট করা হয় নি। এই পার্বত্য পরিষদে ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক বরাদ্দ স্পষ্ট করে ব্যক্ত না করায় কার্যত পার্বত্য পরিষদকে মেনে নেওয়া নিয়ে এইচপিসির সংগঠনের মধ্যে মতদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অধিকাংশ নেতা এবং কর্মী পার্বত্য পরিষদ গঠনকে মেনে নেয় নি।

১৯৯৪–২০০৭ দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে মিজোরামে হমার জনগোষ্ঠীর স্বাধিকারের দাবিতে জঙ্গি আন্দোলন চলে। হামার পিপলস কনভেনশন ভেঙে গড়ে ওঠে এইচপিসি (ডেমোক্রেটিক জঙ্গি গোষ্ঠী হমার সানটু। হমার সুরক্ষা সেল) ২০০১ সালে জু কুকি ঝুমি প্রভৃতি উপজাতি উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সহযোগে মিজোরামে নাশকতামূলক একাধিক দুর্ঘটনা ঘটায়। গত ২০ বছর ধরে হমার পুলিশ এবং আসাম রাইফেলসের সংঘর্ষে কয়েকশো লোক মারা গিয়েছে। অবশ্য ২০০৭ সাল থেকে মিজো সরকার জঙ্গি গোষ্ঠীকে আলোচনার টেবিলে বসার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে এইচপিসি (ডি) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে এক স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করে যে মিজোরামে হমার জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বাধিকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার এবং হমার রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে অবিলম্বে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসে এই পার্বত্য এলাকার সমস্যার সমাধান করতে হবে। 'হমার' আন্দোলনের সাথে কাশ্মীর–নাগাল্যান্ড–মণিপুর আসাম–পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পার্থক্য রয়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে জঙ্গি সংগঠনের দ্বারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেশ বিরোধিতা এমনকি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জিগির উঠেছে। কিন্তু হমারদের দাবি দেশ বিরোধী মানসিকতা নয়। ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে সর্বোপরি মিজো রাজ্যের মধ্যে হমার পার্বত্য পরিষদ গঠনের দাবিকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি থাকার কথা নয়। ভারতের বৈচিত্র্য উপজাতি জনজীবনের বিকাশের স্বার্থে একদা দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু উপজাতিগত স্বাধিকারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভারতের ভূমিপুত্রদের সাংস্কৃতিক জীবন এবং স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন সম্ভবপর হবে তাদের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। ২০১০ সালে পুনরায় শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়।

একাধিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে সাসপেনশন অফ্ অপারেশন চুক্তি সাক্ষর হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে স্থির হয় যত দ্রুত সম্ভব শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধিকারের বিষয় নিষ্পত্তি ঘটানো হবে। ২০১১ সালে সামরিক অপারেশন বিরতি চুক্তি উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর এইচপিসির (ডেমোক্রেটিক) চেয়ারম্যান জোসানবেরাকে দিল্লি ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনা শান্তি প্রক্রিয়াকে ভেঙে দেয়। ২০১৩ সালে মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনের সময় মিজো সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় যে ২০১৫ সালের মধ্যে এসএইচডিসির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে এই পার্বত্য পরিষদের সভাপতি হলেন নির্বাচিত পর্ষদ এলাকার বিধায়ক এবং সহ সভাপতি ২ জন পার্বত্য এলাকার বিধায়ক। ২০ জন সদস্য বিশিষ্ট পাবর্ত্য পরিষদে ১৭ জন সদস্য পার্বত্য পরিষদের সভাপতির দ্বারা ১৪ জন বাকি ৩ জন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি মনোনীত হয়।

২০১৫ ৩০শে এপ্রিল পার্বত্য এলাকার গ্রাম পর্ষদের নির্বাচনে এইচএসপি (ডেমোক্র্যাট) বয়কট করেছে। তারা স্থির করেছে পার্বত্য এলাকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করে সরকারকে সর্বতোভাবে অসহযোগিতা করবে। হমার জঙ্গি সংগঠনের আক্রমণে তিন পুলিশ অফিসার মারা গিয়েছে। প্রসঙ্গত ২০১৩ সালে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালথানওয়ালা সামরিক যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে আলোচনার টেবিলে বসে সমস্যার সমাধানের অনুরোধ করেন। তাসত্ত্বেও হিংসাত্মক নাশকতা বন্ধ করা যায় নি।

স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের হমার আন্দোলন বন্ধ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। এই আন্দোলন দুভাবে মিজোরামের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করছে। প্রথমত স্থানীয় হমার যুবকরা আন্দোলনের নামে বিভ্রান্ত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত লুসি ভাষাভাষী মিজো হমার ভাষাভাষি মিজোদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। হমার উপজাতি গোষ্ঠী বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উদ্যোগে, মিজো সরকারের আন্তরিক সদ ইচ্ছা 'হমারদের' ঐকান্তিকতা কৌম জীবনে শান্তি নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সম্ভব হবে।

কলকাতা পুরসভার দায়িত্বে কারা

পুর অধ্যক্ষা : মালা রায় (৮৮)
মুখ্য সচেতক : রত্না সুর (১১৫)

মহানাগরিক :	শোভন চট্টোপাধ্যায় (১৩১)–জল সরবরাহ (দফতরটি সরাসরি দেখেন), কর মূল্যায়ন ও আদায় (অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন), দফতরটি ২০১২–র জানুয়ারি–নভেম্বর দেবব্রত মজুমদারের হাতে ছিল) বিল্ডিং, ইঞ্জিনিয়ারিং (দফতরটি ২০১২–র নভেম্বর থেকে গত পুর বোর্ডের বাকি সময়কাল অতীন ঘোষের হাতে ছিল), অর্থ (অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিনান্স), লাইসেন্স, কেইআইপি, পার্সোনেল, জন অভিযোগ (গ্রিভ্যান্স), সংস্কৃতি, আইন, প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, সেন্ট্রাল স্টোর্স, ইন্টারনাল অডিট, নিয়োজন, ভিজিলেন্স, পৌর সচিবালয় বিভাগ, জমিজরিপ রেকর্ডস, কেএমডিএও এজেন্সি কাজ, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও বিদেশি সহায়ক এবং সঙ্গে সাধারণ প্রশাসন।
উপ–মহানাগরিক :	ইকবাল আহমেদ (৬৪)–জাহাজে জল সরবরাহ (পুরসভা এই দফতরটির কাজ বন্ধ করেছে কেবল সময়ের অপেক্ষা), বিনোদন কর (দফতরটি তেমন কোনও কাজ নেই) ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন (এসএসডিপি অর্থাৎ স্বর্ণ জয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা নামে পুরসভায় কোনও দফতরই নেই)।
মেয়র পরিষদ	ভারপ্রাপ্ত দফতর
(১) অতীন ঘোষ (১১)	পুরস্বাস্থ্যের সমস্ত, গত পুরবোর্ডে ডা. পার্থ প্রতিম হাজারির হাতে থাকা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ, কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল স্টোর্স এবং যক্ষ্মা হাসপাতাল দফতর তিনটিও এবার থেকে অতীনবাবুর দায়িত্বে থাকবে, এরই সঙ্গে থাকবে পুর আর্কাইভ ও নৈশবাস নির্মাণ।
(২) দেবব্রত মজুমদার (৯৬)	জঞ্জাল অপসারণ, বর্জ্য থেকে নিষ্কাশন ও টালি নালা
(৩) দেবাশিস কুমার (৮৫)	পার্কস, গার্ডেন, খেলাধুলা, বিজ্ঞাপন, কার পার্কিং ও গঙ্গার ঘাট সংস্কার।
(৪) মনজর ইকবাল (৬১)	স্ট্রিট লাইটিং ও ইলেকট্রিসিটি
(৫) তারক সিংহ (১১৮)	নিকাশির সমস্ত বিষয়টি (গতবার এটি রাজীব দেবের দফতর ছিল)
(৬)সামসুজ্জামান আনসারি (১৩৬)	তথ্য ও জনসংযোগ, এন্টালি ওয়ার্কশপ, গভীর নলকূপ, 'ইনস্টিটিউট অফ আর্বান ম্যানেজমেন্ট' (আই ইউ এম)।
(৭) ইন্দ্রাণী সাহা বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৩)	স্বাস্থ্য–বিমা, সামাজিক প্রকল্প রূপায়ণ (বিলো প্রপার্টি লেভেল)।
(৮) স্বপন সমাদ্দার (৫৮)	বস্তি উন্নয়ন, পরিবেশ দফতর (সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সময়কালে পুরো সময় জুড়ে বিল্ডিং দফতরে ছিলেন)।
(৯) রতন দে (৯৩)	সড়ক (রাস্তা) সারাই ও নির্মাণ (২০১৩–র ফেব্রুয়ারি থেকে সুশান্ত ওরফে স্বরূপ কুমার ঘোষের (১০৭) হাতে দফতরটি ছিল।
(১০) আমিরুদ্দিন (ববি) (৫৪)	পুর বাজার উন্নয়ন ২০১৩–র ফেব্রুয়ারি থেকে দফতরটি তারক সিংহের হাতে ছিল)।
(১১) রাম প্যায়ারে রাম (৭৯)	১০০ দিনের কাজ (শহরী রোজগার যোজনা – ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান ডেভলপমেন্ট স্কিম—এবারই প্রথম ১০০ দিনের প্রকল্পের কাজ দফতরটি তৈরি হল)
(১২) অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় (১৩০)	শিক্ষা ও কন্যাশ্রী প্রকল্প (২০১৩–র ফেব্রুয়ারি থেকে মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৯৭) হাতে দফতরটি ছিল।

সংকলক : বরুণ মণ্ডল

সুন্দরবনের কঙ্কনদিঘীতে মিলল বৌদ্ধ বিহার

নবম–দশম শতকের এই মূর্তিগুলি অনেকদিন আগে পাওয়া যায় রায়দিঘীর কঙ্কনদিঘী সংলগ্ন অঞ্চল থেকে। বাঁদিক থেকে বড়াসিতে পাওয়া নৈরৎমা বুদ্ধ (আবিষ্কর্তা কালীদাস দত্ত), কঙ্কনদিঘী থেকে পাওয়া তারামূর্তি ও কল্কি অবতার (দুটিরই আবিষ্কর্তা দেবী শঙ্কর মিদ্দা)।

সৈকত ঘোষ

গত ১লা মে থেকে সুন্দরবনের কঙ্কনদিঘীতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ এবং রাজ্য পুরাতত্ত্ব দফতরের যৌথ উদ্যোগে, কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছিল খনন কাজ।

বহু পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে কঙ্কনদিঘী একটি প্রত্নবস্তু সমৃদ্ধ এলাকা। এর মাটির তলায় লুকিয়ে আছে হাজার হাজার বছরের পুরানো স্বর্ণময় ইতিহাস। এই কঙ্কন দিঘিতে অষ্টম–নবম শতাব্দিতে নির্মিত জগমোহন বিশিষ্ট জটার দেউল জেলা তথা রাজ্যের পর্যটকদের কাছে একটি আকর্ষণীয় স্থান।

কঙ্কনদিঘীর প্রত্নবস্তু সমৃদ্ধ এলাকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পিলখানা স্তূপ, মঠবাড়ি, কাছারিবাড়ি।

গতবছর খনন কাজ চালানো হয় পিলখানা স্তূপে। আর এবারে উৎখনন করা হল কঙ্কনাদিঘীর আদিবাসী অধ্যুষিত 'মাজিপাড়া'র মঠবাড়ি।

এই খনন কাজ চালানোর আগে বহু প্রত্ন গবেষকরা গবেষণা করেছেন এই কঙ্কনদিঘীতে। সংগ্রহ করেছেন বহু প্রত্নবস্তু, প্রয়াত প্রত্ন সংগ্রাহক কালীদাস দত্ত সুন্দরবনের বহু জায়গায় ঘুরে প্রত্নবস্তু সমৃদ্ধ এলাকাগুলি চিহ্নিত করেন। এবং কিছু প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করে জয়নগরের মজিলপুরে তাঁর সংগ্রহশালায় রেখে দিতেন। ২০০৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরায় চিহ্নিতকরণ করেন। এবং স্যাটেলাইট সার্ভেও করেন। ড. রায়ের প্রদর্শিত পথেই অন্যান্য গবেষকদের খননে অনুমতি দিয়ে আসছে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই)

তবে স্থানীয় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক ও রাজ্যের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় অবস্থিত সুন্দরবনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির অধিকাংশই কঙ্কনদিঘীর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে।

প্রয়াত কালীদাস দত্ত (প্রত্ন সংগ্রাহক) কঙ্কনাদিঘির নিকটস্থ বড়াশি গ্রাম থেকে উদ্ধার করেন একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি। যদিও আজ সেই মূর্তির কোনও হদিশ নেই। কেবল 'ছবি'ই বর্তমান। প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ মূর্তিটি ছিল নৈরাৎ মা'র। 'নৈরাৎমা' ছিলেন তান্ত্রিক বৌদ্ধদের উপাস্য দেবী। এই মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল নবম–দশম শতাব্দিতে। প্রত্নতত্ত্বিক গবেষক দেবীশঙ্কর মিদ্যা কঙ্কনদিঘীতে নবম–দশম শতাব্দির একটি 'তারামূর্তি' খুঁজে পান। সেটি বর্তমানে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব দফতরে সংরক্ষিত। তিনি (মিদ্যা বাবু) কঙ্কনদিঘীতে নবম–দশম শতাব্দির একটি 'কল্কি' অবতারের মূর্তি আবিষ্কার করেন। বর্তমানে এটিও রাজ্য পুরাতত্ত্ব দফতরে সংরক্ষিত। এছাড়া বহু প্রাচীন নিদর্শন এই কঙ্কনদিঘীতে পাওয়া গেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বজ্রযান, কুষাণ যুগের মুদ্রা, খ্রিস্টের জন্মের দু'শ বছর আগেকার লাল–কালো মৃতপাত্র (বিআরডব্লু) থেকে শুরু করে একাদশ দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ডাচ ঐতিহাসিক মূল্য বিশিষ্ট হাজার হাজার প্রত্নবস্তু।

সরসুনা থেকে হাওড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরসুনা অঞ্চলে যাত্রী সাধারণের বহুদিনের দাবি মেনে গত ২০ মে বুধবার চালু হল বেশ কয়েকটি নতুন রুট। সরসুনা থেকে চেতলা হয়ে হাওড়া যাওয়ার এই বাসের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

বেহালার ডায়মন্ডহারবার রোড দিয়ে বিভিন্ন রুটের বহু বাস থাকলেও সরসুনা চিরকালই যাতায়াতের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ঘনবসতিপূর্ণ বহু পুরনো এই জনপদে যাতায়াত ছিল দীর্ঘ দিনের এই সমস্যা। সম্প্রতি কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে এই অঞ্চলে তৃণমূল প্রার্থী পরাজিত হলেও পার্থবাবু এসে নতুন বাস রুট চালু করে অঞ্চলবাসীর মন জয়ের চেষ্টা করলেন। **ছবি : সোমতাপস**

নাম–পদবি পরিবর্তন

আলিপুর ফার্স্টক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ১৪.০৫.২০১৫ তারিখের এফিডেভিট বলে অদ্য হইতে আমি দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার মৌখালীর বাসিন্দা আয়েসা জমাদারের পরিবর্তে সুকজান জমাদার নামে পরিচিত হইলাম।

আলিপুর ফার্স্টক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ০৮.০৪.২০১৪ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি রবীন দাস ও রবীন হাজরা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। আমার স্থায়ী ঠিকানা–রবীন দাস, পিতা–গোরাচাঁদ দাস, গ্রাম–আয়মা (হালদার পাড়া) পোঃ+থানা–নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

আলিপুর ফার্স্টক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ০৮.০৪.২০১৪ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি গোরাচাঁদ দাস ও গোরাচাঁদ হাজরা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। আমার স্থায়ী ঠিকানা–গোরাচাঁদ দাস, পিতা –বলাই দাস, গ্রাম – আয়মা (হালদার পাড়া) পোঃ + থানা–নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

আলিপুর ফার্স্টক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ০৮.০৪.২০১৪ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি মাধবী দাস ও মাধবী সর্দার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। আমার স্থায়ী ঠিকানা মাধবী দাস, স্বামী– গোরাচাঁদ দাস, গ্রাম – আয়মা (হালদারপাড়া) পোঃ+থানা – নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

আলিপুর ফার্স্টক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ০৮.০৪.২০১৪ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি ভরত দাস ও ভরত হাজরা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। আমার স্থায়ী ঠিকানা–ভরত দাস, পিতা–গোরাচাঁদ দাস, গ্রাম–আয়মা (হালদার পাড়া) পোঃ+থানা–নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

আলিপুর ফার্স্টক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ০৮.০৪.২০১৪ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি খুকুমণি দাস ও খুকুমণি হাজরা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। আমার স্থায়ী ঠিকানা–খুকুমণি দাস, পিতা–গোরাচাঁদ দাস, গ্রাম–আয়মা (হালদার পাড়া) পোঃ+থানা–নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

আতস কাঁচে

নতুন বাস রুট

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবার মহকুমার ফলতা অঞ্চলের বাসিন্দাদের বহুদিনের চাহিদা পূরণ করতে গত ১৮ মে চালু হল নতুন দুটো বাসরুট। সরকারি দুটি বাসের মধ্যে একটি নৈনান থেকে দিঘীরপাড়, মুচিশা, বাখরাহাট, ঠাকুরপুকুর হয়ে নবান্ন ছুঁয়ে সাঁতরাগাছি স্টেশন পৌঁছবে। অন্যটি নৈনান থেকে মল্লিকপুর, ডোঙারিয়া, বিড়লাপুর, চড়িয়াল, বজবজ, বাটানগর হয়ে তারাতলায় থামবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ, দীপক হালদার, কর্মাধ্যক্ষ ভক্তরাম মণ্ডল। রাজ্যের পরিবহন সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক ও ফলতার ব্লক আধিকারিক। এই নতুন দুটি রুট ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তির আনন্দ লক্ষ্য করা যায়।

শ্রী সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষাশ্রী, যুবশ্রী, কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুফল যেন মানুষ বেশি করে নিতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গত ২০মে প্রতিটি ব্লকে লোক প্রসার প্রকল্পের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হল সচেতনতা শিবির। প্রকল্পগুলির খুঁটিনাটি জানাতে সরকারি আধিকারিকদের পাশাপাশি হাজির ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা। উপস্থিতির হার লক্ষ্য করার মত।

এই সচেতনতা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে ওই দিন আলিপুরে জেলাশাসকের দফতরে উদ্বোধন হল একভ্রাম্যমানট্যাবলোর। জেলাশাসক শান্তনু বসু ও সভাধিপতি শামিমা সেখের উপস্থিতিতে চালু করা হয় ট্যাবলোটি। উপস্থিত ছিলেন জেলার অন্যান্য আধিকারিকরা। ট্যাবলোটি সচেতনতার নানা বার্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে।

ছানা ব্যবসায়ীদের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া: হাওড়া ব্যান্ডেল মেন লাইনে শ্রীরামপুর পর্যন্ত ছানা ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন শেওড়াফুলি সত্যজিৎ রায় ভবনে ১৭ই মে (রবিবার) সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার সভাপতি হিসাবে বক্তব্য রাখেন স্বপন চন্দ্র। বিভিন্ন ন্যায্য দাবি দাওয়া নিয়ে সোচ্চার হন। দাবিগুলি হল, বর্তমানে রেলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনও সমস্যা ছানা সমিতির মাধ্যমে দূর হবে। বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। এখন ন্যায্যভাবে পুজোর চাঁদা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। রেলওয়ে বোর্ডকে অতি শীঘ্রই কয়েকটি বিষয় জানানো হবে।

এরজন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জরুরি। অন্যদিকে রাজ্য সরকার যেমন সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা

গাড়িতে ছোট ভেন্ডার থাকার জন্য ছানা যেতে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত পূর্বে ভেন্ডারের টিকিটে একজন ছাড়াও দ্বিতীয় ব্যক্তি যাতায়াত করতে পারত। কিন্তু এখন সেই ব্যবস্থা নেই। চাঁদার জুলুম, রেলওয়ের আরপিএফের থেকে অযথা হয়রানি ইত্যাদি তুলে ধরেন স্বপনবাবু। তবে এত সবের পর দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ছানা ব্যবসায়ী সংগঠনটিকে সযত্নে ধরে রেখেছেন তাতে সংগঠন বেশ উপকৃত হয়েছে। এছাড়াও বৈদ্যবাটী পুরসভার সদ্য নির্বাচিত কাউন্সিলার স্বপন পাল বলেন, এই সম্মেলন করছেন। তেমনি ছানা ব্যবসায়ীদের কথাও যেন কর্ণপাত করেন। ছানা ব্যবসায়ীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন। সমিতির প্রায় ২৫০ জন সদস্য রয়েছেন। এদিন নৃত্য পরিবেশন করেন পরমা কর্মকার ও পাপিয়া সাঁতরা। আগামীদিনে ছানার দর বৃদ্ধি করা জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরামপুর থানার নৈশ্য বাহিনীর সম্পাদক তরুণ মুখার্জী। তারকেশ্বর ছানা ব্যবসায়ীদের সম্পাদক মদন ঘোষ তিনিও একই কথা বলেন, হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শেখ ফেলু প্রমুখ।

বারের নতুন কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ মে শনিবার অনুষ্ঠিত হল কাকদ্বীপ কোর্টে বার অ্যাসোসিয়েশনের ১০টি আসনে নির্বাচন। সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন কল্লোল কুমার দাস। সহসভাপতি, সম্পাদক, সহসম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন যথাক্রমে মনোজ পন্ডা, সুব্রত গিরি, বীণা দাস ও তাপস থান্ডার। কাকদ্বীপ বারের সমস্ত সদস্যদের পক্ষ থেকে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানানো হয়।

দিনদুপুরে প্রকাশ্যে গুলি, জখম পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বুধবার সকালে ২ দুষ্কৃতী মোটর বাইক করে এসে গুলি ছুঁড়লে জখম হয় তৃণমূলে পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল শেখ। বর্তমানে সে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা জীবনতলা থানার কাপুনি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাসন্তীর চড়াবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তৃণমূলের আব্দুল শেখ এদিন বাড়ি থেকে সরবেড়িয়া যাচ্ছিল। সেই সময় ২ জন দুষ্কৃতী মোটরবাইক করে এসে হঠাৎই তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে চম্পট দেয়। পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল শেখের গুলি লাগলে সে পড়ে যায়। জখম আবদুলকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে কলকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। এ বিষয়ে ক্যানিং–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের সওকাত মোল্লা বলেন বিষয়টি জেলা ও রাজ্যস্তরের নেতৃত্বদের জানানো হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি।

চেয়ারম্যান হলেন পল্লব, ক্ষোভের আগুন জ্বলছেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১ মে বিকাল ৪টে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার হরিনাভীর মাঠে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার নব নির্বাচিত ৩৫ জন কাউন্সিলরকে শপথ পাঠ করালেন বারুইপুরের মহকুমা শাসক পার্থ আচার্য। চেয়ারম্যান হিসাবে শপথ নিলেন ডাঃ পল্লব দাস। রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে একটাই জল্পনা চলছিল কে হবে চেয়ারম্যান? মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস ও কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় কয়েকদিন আগে সোনারপুরের সুরুচি সংঘে দুপুর বেলায় ৩৫টি ওয়ার্ডের নব নির্বাচিতদের নিয়ে আলোচনা শেষে জানিয়ে দেন চেয়ারম্যানের নাম। এত করেও ক্ষোভ কিন্তু রয়েই গেল। প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য বলেন, আমার টাকা নেই, তাই আমি চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান হতে পারলাম না। তাঁর কর্মীরা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করছি বলে আমরা কিছু বলতে পারলাম না। একজন সৎ স্বচ্ছ অভিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি সবার অভিভাবক হিসাবে মাথার উপরে ছিলেন এবং লোকে মান্যগণ্য করতো তাঁকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হল না। শপথ অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পর কিছু হেভিওয়েট কাউন্সিলরদের বক্তব্য ইন্দুবাবুকে পাশে রেখে উপদেষ্টা হিসাবে একটা পদ দিলে ভালো হতো। ইন্দুবাবু ইতিমধ্যে দল থেকে ইস্তফা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এখানে শুধু টাকার খেলা। কিন্তু তৃণমূলের এক অংশের বক্তব্য ইন্দুবাবুর বয়স হয়েছে খুব দ্রুততার সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যাপারটা দেখভাল করতে কষ্টকর হবে। সেই কারণে এই চেয়ারম্যান বদল। পল্লববাবু যদি কোন লবির ফাঁদে পা না দিয়ে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে পুর বোর্ডকে পরিচালিত করতে পারেন তাহলে আগামী পাঁচ বছরে রাজপুর–সোনারপুর এলাকায় প্রভূত উন্নতি হবে।

আরও অনেক স্বপ্ন দেখছেন অভ্র

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: এবার তৃণমূলের নতুন পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ২৯ নম্বর ওয়ার্ড গড়িয়া অঞ্চল থেকে দাঁড়িয়েছিলেন অভ্র মুখোপাধ্যায় (৩৯)। সিপিএমের দোর্দন্ডপ্রতাপ প্রার্থীকে ১৮৭৮ ভোটে পরাজিত করেন। জেলার প্রবেশ পথের এই ওয়ার্ডটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্র পরিষদ দিয়ে অভ্রের রাজনীতিতে প্রবেশ। তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালে ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। কিছুদিনের মধ্যে নরেন্দ্রপুর টাউন তৃণমূলের ব্লক কমিটিতে সদস্য হই। পরবর্তীকালে ২০০৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে প্রেসিডেন্ট হিসাবে আছি। এলাকায়

অভ্র পরিচিত বাঘা মুখার্জী নামে। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন তপেশ ধর। এলাকায় আমরা ৪০ শতাংশ পানীয় জল পৌঁছে দিতে পেরেছি। এরপরেও অনেক বেশি করে এছাড়াও লাগানো হয়েছে ১০০টি ভেপার ল্যাম্প ও ২২০টি সিএফএল বাতি। কাঁচা রাস্তাঘাট, ড্রেন পাকা করা হয়েছে। অভ্র বলেন, তপেশদার কাছ থেকে অনেক বেশি সহযোগিতা পেয়েছি উন্নয়নের জন্য। এবার আপনার ওয়ার্ডের জন্য নতুন কি পরিকল্পনা আছে? অভ্র বলেন শীতলা মন্দির থেকে গড়িয়া ব্রিজ পর্যন্ত সৌন্দর্যায়ন করতে হবে। ফুটপাথে বসবে রেলিং ও সুন্দর সুন্দর গাছ। মাটির তলা দিয়ে যাবে ড্রেন, গড়িয়া ব্রিজের পাশে হবে সুলভ শৌচালয়। দোতলায় থাকবে ক্যাফেটেরিয়া। নতুন ভাবে সাজাবো স্বপ্নের গড়িয়া অঞ্চলকে।

বধূ ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা এক বধূকে প্রতিক্ষালয় থেকে খাবারের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো নামখানার বাসিন্দা বুবাই নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ সূত্রে খবর বুধবার মৌসুনির বাসিন্দা বছর ২৫–এর এক বধূকে পারিবারিক গন্ডগোলের জেরে মারধর করে শ্বশুর বাড়ির লোকজন। পরে ওই বধূ দ্বারিকনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে আসে। তারই সুযোগ নেয় ওই যুবক। নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে হাত–পা বেঁধে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বুবাইকে গ্রেফতার করে নামখানার পুলিশ। কাকদ্বীপ মহকুমা আদালত তাকে জেল হেফাজত দিয়েছে।

চুঁচুড়ায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : মঙ্গলবার গত ১৯ মে, চুঁচুড়ায় হুগলি জেলা পরিষদ ভবনে এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রশাসনিক বৈঠক করতে আসেন। এরই সাথে হুগলিতে ১৩টি পুরসভার তৃণমূলের জয়ী কাউন্সিলার, মেয়র, চেয়ারম্যানদের সঙ্গে জরুরি সভা সারেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জলপথে লঞ্চে করে দুপুর ২টো ৫ মিনিট নাগাদ চুঁচুড়া ফেরিঘাটে পৌঁছান। চুঁচুড়া লঞ্চ ঘাট ও জেলা পরিষদ ভবন নীল সাদা রঙে সাজিয়ে তোলা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি তপন দাশগুপ্ত, বিধায়ক অসিত মজুমদার, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলাশাসক সঞ্জয় বনশল, পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা।

মাটি ও মানুষ

Alipur Barta : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 30, 23 May - 29 May, 2015

মাটির রেফ্রিজারেটর 'মিট্টিকুল'

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রীষ্মের দাবদাহে এবার হাঁসফাঁস করার পালা। তাই বাড়িতে থাকা প্রয়োজন একটি অত্যাধুনিক ফ্রিজ। যাতে জল থেকে ফল, তরিতরকারি ঠাণ্ডা এবং সতেজ থাকে। বাজারে নামীদামি কোম্পানির ফ্রিজ অনেক পাওয়া যায় এবং দামও খুব একটা

কম নয়। সঙ্গে চাই বৈদ্যুতিন সংযোগ। যা না থাকলে ফ্রিজটাই অচল। কিন্তু যদি হয় এমন এক ফ্রিজ যার বিদ্যুতের প্রয়োজন নেই, দামও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে। বৈদ্যুতিন ফ্রিজে যে সমস্ত সুবিধা মেলে তার সবকটি মিলবে এখানে। এরকমই এক মাটির ফ্রিজ তৈরি করেছেন মনসুখভাই প্রজাপতি। যাঁর তৈরি মাটির ফ্রিজের নাম 'মিট্টিকুল'।

মনসুখভাই প্রজাপতি গুজরাটের নিচিমন্ডল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গুজরাটের প্রজাপতি পরিবার পরম্পরায় টেরাকোটার কাজের সঙ্গে যুক্ত। দরিদ্রপরিবারের চার সন্তানের মধ্যে মনসুখভাই সব থেকে বড়। সুতরাং পরিবারের দায়িত্ব তাঁর উপরও অনেকটা বর্তায়। দশম শ্রেণী অনুত্তীর্ণ মনসুখভাই পরিবারের হাল ধরতে ইঁট ভাটায় কাজে লাগেন। পরবর্তীকালে জগদম্বা মাটি-কারখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে টানা তিনবছর কাজ করেন মনসুখভাই। তবে কাজ করতে করতে নতুন কিছুর জন্য ভাবতে দেখা যেত মনসুখভাইকে। তাঁর মাথায় চিন্তা একটি প্লেট তৈরির কারখানা করার। কাজও শুরু করেন তিনি। প্লেট তৈরির পাশাপাশি ওয়াটার ফিল্টার, হট প্লেট, প্রেসার কুকারও তৈরি করেন তিনি। যা সবকিছুই মাটির তৈরি। তবে এইভাবে তাঁর ব্যবসা যখন রমরমিয়ে চলছে তখনই এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন মনসুখভাই। ২০০১ সালে গুজরাটের ভূমিকম্পে তাঁর ব্যবসার ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাঁর তৈরি করা জিনিসপত্র ও কাঁচামালের বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনার মাসখানেক পরে গুজরাটের একটি দৈনিক সংবাদপত্র সন্দেশে মনসুখভাইয়ের একটি ভাঙা ওয়াটার ফিল্টারের ছবি দিয়ে তার নিজে ক্যাপশন দেওয়া হয় 'দি পুওর ম্যানস ব্রোকেন ফ্রিজ'। যা দেখে মনসুখভাই অনুপ্রাণিত হন। এবং তাঁর আর এক নতুন ভাবনার উন্মেষ ঘটে। তিনি ঠিক করেন বিনা বিদ্যুতের মাটির ফ্রিজ তৈরির কথা। এর প্রায় বেশ কয়েক বছর পর ২০০৫ সাল নাগাদ তিনি ফ্রিজ তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। ব্যাঙ্কে পৈতৃক ভিটে বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করেন। মনসুখ ভাই 'মিট্টিকুল' ফ্রিজ বানাতে মাটি তৈরি করতে পরিবারের সাহায্য নেন। মিট্টিকুল ফ্রিজ পুরোপুরিভাবে টেরাকোটার কাজ করা এবং ফ্রিজে দেওয়ালে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রয়েছে। যার কারণ ফ্রিজের ভিতর ও বাইরের হাওয়া চলাচল করার ফলে ভিতর ঠাণ্ডা থাকে। তাতে ১০ লিটার জল অনায়াসে মজুত করা যায়। বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জল ঠাণ্ডা হয়ে যায়। জলের মতো

যে কোনো ধরনের পানীয় পাঁচ দিন মজুত করে রাখা যায়। এই মিট্টিকুলের দাম সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। মাত্র ২৫০০-৩৫০০ টাকা। ইতি মধ্যেই গোটা দেশে মিট্টিকুল নিয়ে সাড়া পড়ে গেছে। গরম বাড়ার পাশাপাশি মিট্টিকুলের চাহিদাও বাড়ছে বলে জানান বছর ৪৯-এর মনসুখভাই। মনসুখভাইয়ের এই প্রয়াস দেখে অনুপ্রাণিত হন আমেদাবাদআইআইএম-এর অধ্যাপক অনিল গুপ্তা। অধ্যাপক গুপ্ত তাঁকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দেন এই ব্যবসাকে আরও সবল করতে। সেই সঙ্গে তাঁর আত্মবিশ্বাসকে। ফ্রিজের পাশাপাশি মাটির তৈরি তাওয়া, প্রেসারকুকার, নন-স্টিক কড়া, ওয়াটার ফিল্টার এবং ডিনার সেটও তৈরি করছেন মনসুখভাই। এই সমস্ত মাটির জিনিসের চাহিদা সম্পর্কে তাঁকে জিগ্যেস করা হলে তিনি বলেন, 'দিন দিন এর চাহিদা বাড়ছে। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকার বিক্রি হয়েছিল। তারপর থেকে ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ আয়ও বেড়েছে। যদিও আজকের এই সাফল্য একদিনে তার কাছে আসেনি।

মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ মনসুখভাই শিক্ষানবীশ হিসাবে মাটি-কারখানায় যখন এসেছেন সেদিন থেকেই তার পরিশ্রম চলতে থাকে। আজ সেই পরিশ্রমের ফল পাচ্ছেন মনসুখভাই। এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষ থেকে মনসুখভাইকে ১০০টি মিট্টিকুল তৈরির অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ২ লক্ষ টাকা অগ্রিম। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'ভাগ্যের চাকা এখন ঘুরছে।' বর্তমানে মনসুখভাই মাটির ফ্লাক্স তৈরি করার চিন্তাভাবনা চালাচ্ছেন। দুটি মডেলে তৈরি হবে ১ লিটার ও ২ লিটারের। আবার মিট্টিকুলের মধ্যেও নতুনত্ব আনতে চাইছেন তিনি। ৫ মিনিটে ঠাণ্ডা করার ফ্রিজ এবং ২ মিনিটে ঠাণ্ডা করার ফ্রিজ। মিট্টিকুল সহ একাধিক মাটির জিনিস তৈরি করে চমকে দেওয়ায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল

কালাম তাঁকে প্রকৃতি বিজ্ঞানী বলে সম্মানিত করেছেন।

মান্ডি আন্দোলনে দুই সরকার, ফল মিলছে কই

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পরেই ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের চিরকালের দুঃখ ঘোচাতে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন প্রতিটি ব্লকে কৃষি মান্ডি বা কৃষি বাজার তৈরি হবে। ঘোষণায় রাজ্যের কৃষকরা উল্লসিত হয়ে ভেবেছিল এবার তাদের সুদিন ফিরছে। আর ফড়েদের হাতে মার খেতে হবে না। কিন্তু সেও চার বছরে তেমন এগোল কই? এখন খবর ৯৫টার মধ্যে ৮৪টা শেষ হওয়ার পথে। কিছু শেষ হলেও নানা প্রশাসনিক জটিলতায় চালু করা যাচ্ছে না। এসব মান্ডিতে কোল্ড স্টোরের জন্য বেসরকারি সংস্থাদের আহ্বান জানানো হয়েছে। তার ফল কতদূর মিলবে বলা শক্ত।

এর মধ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায়

এল দিল্লিতে যার প্রধানমন্ত্রী হয়ে নানা পরিকল্পনার ঝড় তুলেছেন নরেন্দ্র মোদি। তিনিও কাতর কৃষকদের ব্যথায়। তাই এবার তার পরিকল্পনা ই-মান্ডি। তিনি আবার মমতার মত ছড়িয়ে দিতে রাজি নন। এক জায়গায় বসে 'পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট' বা 'চাষ পরবর্তী ব্যবস্থা'-র মাধ্যমে ই-ট্রেডিং-এর মাধ্যমে কেনাবেচা করে কৃষকদের ফড়েদের হাত থেকে বাঁচাবার উদ্যোগ নিয়েছেন। এনিয়ে গত ১৩ মে সারাদিন ধরে কৃষি বিপণনের উপর গোটা একটা সেমিনার হয়ে গেল এমসিসিআই-এর কনফারেন্স হলে।

পরিকল্পনা ভালো। কিন্তু তা প্রাপ্তি কই? কথায় আছে আশায় মরে চাষা। এইসব পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিদিন অপচয় হচ্ছে কৃষিপণ্য। খাদ্যশষ্য। আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন কৃষকরা। ফড়েরা আরও ফুলে ফেঁপে উঠছে। শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনার চাপে সত্যি সত্যি আশা করে মরতে হবে না তো এদেশের কৃষককুলকে? প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে।

স্পেশাল জামাই ষষ্ঠী

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
(সাংবাদিক জাদুকর)

তখন আমার বয়স ৩০। সদ্য বিয়ে করেছি। বিয়ে করেছি বারাসতের এক অভিজাত পরিবারের কন্যাকে। আমি তখন ভীষণ রোগা ছিলাম। ধুতি-পাঞ্জাবি পরলে মনে হত প্যাঁকাটির উপর ধুতি-পাঞ্জাবির ঢাকনা। (অনেক বছর পরে আমার গিন্নী সকৌতুকে জানিয়েছিলেন, আমি যখন বর সেজে ওনাদের বাড়িতে প্রথম পদার্পণ করি, তখন আমাকে দেখে ওনার ছোট মামা আঁতকে উঠেছিলেন, কাউকে নাকি 'চুপিচুপি' বলেছিলেন, 'হ্যাঁরে, এ পাত্র টিঁকবে তো!'')।

আমার ২১ বছরের বিএ পাশ নব পরিণীতা বধূ ছিলেন অতীব সুন্দরী। আমার নিজেরই মনে হত ওনার পাশে আমাকে মানাচ্ছে না। তবে সে ভাবটা অবশ্যই প্রকাশ করতাম না—ধুতি পাঞ্জাবি পরে খুব স্মার্ট ভাবে চলাফেরার চেষ্টা করতাম। (তবে প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়েছিলাম যখন এক বন্ধুর কাছে শুনলাম, সঙ্গীত শিল্পী বিমলভূষণের ছেলে আমার আর একবন্ধুকেবলেছিল, 'অরুণের বানরের গলায় মুক্তোর মালা জুটেছে।')

সে যাই হোক, এবার আসল ঘটনায় আসি। প্রথম বছরের জামাইষষ্ঠী। শ্বশুর মশায় শ্বাশুড়ী মাতার সনির্বন্ধ অনুরোধে/নির্দেশে জামাইষষ্ঠীর আগের দিনই সকাল ১১টায় নব পরিনীতা বধূকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে হাজির। পরনে অবশ্যই ধুতি-পাঞ্জাবি। শ্বশুর মশায় আর দুই শালাবাবু যে যার কাজে বেরিয়ে গেছেন। তবে আদর যত্নের কোনও অভাব হল না—ভগিনীবৎ শ্যালিকা, মাতৃসমা শাশুড়ীমাতা অতি যত্ন সহকারে প্রভূত জলযোগে নতুন জামাইকে আপ্যায়ন করলেন। ছিল নানা রকমের মিষ্টি যাতে ব্যবহৃত হয়েছে বাড়িতে পোষা গরুর দুধ। বস্তুত আমার শ্বশুর মশাই চিরকালই বাড়িতে গরু পুষে এসেছেন, তখন তাঁর পোষা ছিল ৩টে জাঁদরেল সাইজের গরু, যেগুলি থাকতো ওনার বিরাট বাড়ির ভিতরের উঠোনে। জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে সেদিন ওই বাড়িতে ঢোকামাত্র ৩টি গরু 'হাম্বা হাম্বা' করে মেঘ গর্জনের মতন আমাকে স্বাগত জানিয়েছিল (সন্দেহ হয়, মনে করেছিল ওদেরই কোনও জাতভাই এবাড়িতে নতুন এলো!) আর আমার নব পরিণীতা বধূ গরুগুলোর দিকে আঙুল তুলে সগৌরবে জানিয়েছিলেন, ওই ৩টে গরুই হল ''অস্ট্রেলিয়ান কাউ'' (গরুগুলোর চেহারা দেখে নতুন জামাই মাথা নেড়ে বিজ্ঞের মতন মতামত জানিয়েছিলেন, ''হ্যাঁ, এগুলো সাহেব-গরু''!)।

অতঃপর জলযোগ সেরে দোতলার বিরাট বারান্দায় রাবীন্দ্রিক ধাঁচে পায়চারি করছি, সামনে সুদীর্ঘ রাস্তায় লোক চলাচল দেখছি—এমন সময় কম্পাউন্ডার, মানে গরুদের কম্পাউন্ডার বাবু এসে হাজির। তিনি এসেছেন গরুদের মাসিক ইনজেকশন দিতে। কিন্তু মুশকিল হল বাড়িতে শ্বশুরমশায়, শালাবাবুরা কেউ উপস্থিত নেই, একজন পুরুষকে তো নিচে গিয়ে দাঁড়াতে হবে? অতঃপর শাশুড়ীমাতা অতি সঙ্কোচে আমাকে বললেন, ''বাবা, একটু নিচে যাবে?'' আমি সাথে সাথে অতি কর্তব্যপরায়ণ জামাইয়ের মতন একহাতে ধুতির কোঁচা ধরে গটমট করে নিচে নেমে গেলাম, তারপর কম্পাউন্ডার বাবুকে নির্দেশের সুরে বললাম, ''নিন, শুরু করুন।'' কম্পাউন্ডার বাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন, ''ইয়ে মানে এই গরুটার পেছনের ঠ্যাংদুটো একটু শক্ত হাতে চেপে ধরুন তো...'' ''এ্যাঁ, ওরে বাপরে!''

বলেই আমি বাড়ির সিংহ দরজা দিয়ে লাফ দিলাম, ধুতির কাছা খুলে তাতেই পা জড়িয়ে রাস্তায় পড়বার উপক্রম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল ''সাত রাজার ধন এক মানিক'' আমার হাসিমুখ, সুন্দরী নব পরিণীতা বধূ তো এই বাড়িতেই উপরে রয়েছেন! তাই ধুলো ঝেড়ে, ধুতি ঠিক করে, সিঁড়ি বেয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে (আর ভেতরে ভেতরে ভয়ে) বাড়ির দোতলায় উঠে গেলাম... সবশেষে কবির গানের কথা ধার করেই বলি, এরপরেও 'কতবার যে গিয়াছি শ্বশুরবাড়ি'', কিন্তু কখনও আর কখনও 'গোরুমুখো' হইনি আর দুধও খাইনি!...

জামাইবাবু জিন্দাবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুধু পুত্রসন্তানের মঙ্গল কামনায় কি সমাজ সুন্দর হয়? হিন্দু বাঙালি কালচার তা বলে না। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের সংসারও যাতে মঙ্গলময় হয়ে ওঠে তাই 'জামাই ষষ্ঠী' প্রথা প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠী তিথিতে চলে 'জামাই আদর'। জামাইকে আরাধনা করে শ্বাশুড়ীরা আয়োজন করেন বিপুল ভোজের। এ প্রথার এমনই প্রভাব বাংলার বাজারও জামাইদের কল্যাণে বাড়তে থাকে চড়চড় করে।

জামাই সমাজে কতটা জনপ্রিয় তার প্রমাণ দেয় বাংলা সিনেমা ইতিহাসের এক মাইল স্টোন ছবি 'জামাই ষষ্ঠী'। জামাই যেমন মেয়ের সব তেমনি প্রিয় শ্বাশুড়ী, শালী, শালাদের কাছেও। এসব নিয়ে দমফাটানো ছবি 'জামাই ষষ্ঠী' রিলিজ হয় ১৯৩১ সালের ১১ এপ্রিল। প্রথম ভারতীয় সবাক ছবি আলমআরা রিলিজ হওয়ার কয়েকদিন পর। এর পরেও জামাই নিয়ে বহু ছবি হয়েছে। সব কটাই হিট। তাই তো জামাইবাবু জিন্দাবাদ।

বরাহনগরের রথ এখানকার ঐতিহ্য

দীপককুমার বড় পণ্ডা

সাতসকালে সুদীপ্তর ফোন পেয়ে ঘুম ভাঙল। ও বলল, 'আজ আসছেন তো?' বললাম, 'নিশ্চয় যাব।' স্কুল শিক্ষক সুদীপ্ত পাল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের গবেষক। ঘুরে ঘুরে গবেষণার তথ্য সংগ্রহে তার বেশ আগ্রহ। ও বরানগরে থাকে। নানা তথ্য সংগ্রহের জন্য ওর সঙ্গে একদিন বরানগরে যাওয়ার কথা হয়েছিল। তাই সে আজ ফোন করেছে।

সকালে একটা কাজ সেরে চলে গেলাম সিঁথির মোড়ে। ওখান থেকে অটো ধরে বরানগরে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির। এখানেই থাকেন প্রয়াত নগেন্দ্রনাথ দাস-এর পূর্বপুরুষরা। সুদীপ নিয়ে গেল নগেন্দ্রনাথ-এর দৌহিত্র ত্রিদিবকুমার পাল-এর বাড়ি। গ্রীষ্মের ভর দুপুরে ৭৬ বছরের ত্রিদিববাবু ঘুমোননি। কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে নানা তথ্য জানা গেছে। নগেন্দ্রনাথ ছিলেন কাঠের ব্যবসায়ী। কিন্তু তিনি মেয়ের বায়না মেটাতে একটা বড় কাজ করে ফেলেছিলেন। মেয়ে পদ্মরানী যখন বছর পাঁচেক, তখন বাবাকে বলেছিল, 'বাবা আমাকে একটা রথ এনে দাও।' বাবা মেয়ের আব্দার শুনেছিলেন। তিনি চিৎপুরের নতুনবাজার থেকে একটা রথ এনে দিয়েছিলেন। সে আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর আগের কথা। তখন থেকেই সেই রথ এই এলাকায় টানা হয়। মেলাও বসে সেই রথ ঘিরে। আজ সেই মেলা এবং রথ এখানকার ঐতিহ্য।

এই মেলা বসে বরানগরে কুটীঘাট রোড পোস্ট অফিসের গায়ে। এলাকার একটি বড় রাস্তা এই রথ পরিক্রমা করে। আগে এই পরিক্রমার সময় সঙ নাচ, উড়ে নাচ-গান, সখি নাচ প্রভৃতি হত। একদল মানুষ মাথায় হ্যাজাক লাইট নিয়ে হাঁটতেন। সঙ্গে দু'জন পুলিশ থাকত। এখন এসব বদলেছে। বর্তমান ব্যান্ড এবং নাচ-গানের দল থাকে। রথের পরিক্রমা ময়রাডাঙা দুর্গা বাটির কাছ থেকে শুরু হয়ে শ্যামাচরণ মৈত্র লেন গোপাললাল ঠাকুর রোড বরানগর বাজার পেরিয়ে

যাওয়া আসার পথে পথে

কুটীঘাট রোড হয়ে জয়মিত্র কালীবাড়িতে এসে পৌঁছয়। উল্টোরথে ফেরার দিন কাশীপুর শ্মশান এবং রামকৃষ্ণ মঠের সামনে দিয়ে ময়রাডাঙায় ফিরে আসে। আগে এই রথের মেলায় বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ আসতেন। এখন বাইরে থেকে না এলেও স্থানীয় মানুষেরা অংশ নেন। রথে থাকে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার কাঠের মূর্তি। এই মূর্তির সামনে নারায়ণ-এর শিলা। মূর্তিগুলির সারাবছর পুজো হয় নগেন্দ্রনাথ-এর পরিবারে। আর প্রথম রথের পর ঠাকুর থাকেন জয়মিত্র কালীবাড়িতে। এটাই মাসির বাড়ি। উল্টোরথে দেবতা ফিরে আসেন সেই নগেন্দ্রনাথ-এর পরিবারেই।

'১৯২৮ কিংবা ১৯২৯ সাল থেকে এইভাবে চলার পর নকশাল আমলে এসে মেলা থমকে যায়। ওইসময় বছর দশেক মেলা বন্ধ রাখতে হয়। তখন এখানে প্রচুর মানুষ মরছে। পুলিশ রথের পারমিশন দেয়নি।' আক্ষেপ করেন আয়োজক পরিবারের বছর ষাটেকের সুজিত দাস। উনি নগেন্দ্রনাথ-এর নাতি (পৌত্র)। আর এক নাতি ত্রিদিবকুমার পাল বলেন, 'পরবর্তীকালে আবার মেলা শুরু হয়। আগের সেই জৌলুষ না থাকলেও আজও ৩৫০-৪০০ মানুষ রথের দিন ভুরিভোজ খান।' মেলার সব আয়োজন করেন নগেন্দ্রনাথ-এর উত্তরপুরুষরা। আত্মীয়স্বজন এইসময়ে সবাই একসঙ্গে মিলিত হন। রথের খরচ আসে পরিবারের নির্দিষ্ট সম্পত্তি থেকেই। একটা ঐতিহ্যকে বাঁচাতে দাস পরিবারের উদ্যোগের অভাব নেই। সেই ঐতিহ্যের টানে এলাকার মানুষেরাও একত্রিত হন। রাস্তায় ভিড় জমে থাকে, কখন বাড়ির সামনে 'নগেন দাসের রথ' আসবে। চার-পাঁচ ফুট লম্বা কাঠের রথটি লোহার চাকার ওপর ভর করে রাস্তায় চলতে থাকে। সেই চাকার আওয়াজ হারিয়ে যায় বাজনার তালে তালে। ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে থাকেন রথের ওপর, চামর দুলতে থাকে দেবতার সামনে। বরানগরের মানুষ সেই দেবতা দর্শনে মুগ্ধ হন।

'নগেন দাসের রথ' ছাড়াও বরানগরে আরো রথ আছে। এখান থেকে কিছুটা গেলেই শ্রীপাঠবাড়ি আশ্রম। বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র এটি। শোনা যায়, ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব পুরী যাবার সময় এখানে এসেছিলেন। শ্রীহরিদাস ঘোষাল-এর সংকলন-এ লেখা হয়েছে, 'যেখানে রামকেলি হইতে শ্রীনীলাচল প্রত্যাবর্তনের সময় শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীল রঘুনাথ উপাধ্যায়ের শ্রীমুখ হইতে শ্রীমদ্ভাবত পাঠ শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া তিনপ্রহর নৃত্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীল রঘুনাথ উপাধ্যায়কে 'শ্রীভাগবতাচার্য্য' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া আবার নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।' (শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের লীলাপ্রসঙ্গ) শ্রীপাঠবাড়িতেও একটি রথ আছে। অনুমান করা হয়, সেই রথটি ১৯২৮ সালের পরের। এখানকার চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মাধবানন্দ দাস (৬৭) বলছিলেন, 'পাঠবাড়ির উন্নতি ১৯২৮ সালের পর। অর্থাৎ শ্রীমদ্ রামদাসবাবাজী মহারাজ দায়িত্ব নেওয়ার পর। তাই এখানে যা কিছু হয়েছে সবই এর পরে। রথটিও এর পরেই।' পাঁচ-ছয় ফুট কাঠের রথটি সারাবছর রাখা থাকে পাঠবাড়িতেই। আগে রথের দিনে পাঠবাড়ির বাইরের রাস্তায় রথ যেত। কিন্তু এখন পাঠবাড়ির ভেতরেই রথ পরিক্রমা করে। কোনো অঘটন ঘটেছিল, তাই এই বদল। এখানকার রথের সবটাই পুরীর নিয়মে হয়। পাঠবাড়িতে সারাক্ষণ কীর্তন চলছে। ভক্তরা বাহু তুলে গাইছেন, 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরেকৃষ্ণ হরেরাম।' দেবতার সামনে আমি আর সুদীপ্ত। বৈষ্ণব সাধুরা মুন্ডক মস্তকে আপন আপন কাজ করছেন। একটি বৈষ্ণব সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার সব মিলিয়ে পাঠবাড়ির পরিবেশ মোহময় হয়ে ওঠে আমাদের কাছে।

ছবি: সুদীপ্ত পাল

ফেরার সময় অধ্যাপক মাধবানন্দ বলেছিলেন, 'সংগ্রহশালার ভেতরে ঢুকবেন না?' দোতলায় গেছিলাম সেখানে। প্রায় ৩৫০০ পুঁথি, চৈতন্যদেব শ্রীজীব গোস্বামী রূপ গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব দার্শনিকের হাতের লেখা, পাটাচিত্র, নানারকম নামাবলী প্রভৃতি নিয়ে সংগ্রহশালাটি বেশ আকর্ষণীয়। সংগ্রহশালার দায়িত্বপ্রাপ্ত বৈষ্ণব-সাধু বলছিলেন, 'সারা পৃথিবী থেকে বৈষ্ণব দর্শন এবং সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার জন্য গবেষকরা এখানে আসেন।'

তখন সন্ধে। মন্দিরে আরতি শুরু হয়। খোল করতালের আওয়াজটা বাড়তে থাকে। আমরা স্থির হয়ে দাঁড়াই। গানের আওয়াজটা জোরে ভেসে আসে, 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরেকৃষ্ণ হরেরাম...'

মাঙ্গলিকী

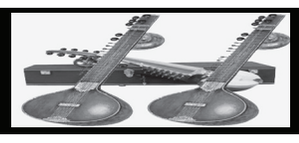

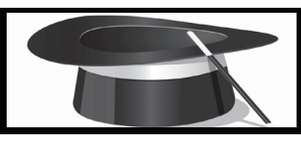

রবীন্দ্রনিকেতন পাঠাগারের সাহিত্য–সংস্কৃতির সন্ধ্যা

উক্ত আসরে মোট ২৭ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শিল্পী দত্ত। এদিন পাঠাগারের তরফে সাম্মানিক সদস্য কার্ড তুলে দেওয়া হল সংগঠনের সভাপতি তথা শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরার হাতে। মুহূর্তটি সকলের উষ্ণ করতালিতে মুখরিত হল। কবি বললেন, এই সম্মান পাবার জন্যে তিনি গর্ব বোধ করছেন। পরে কবিতার বিষয়ে বলতে গিয়ে কিছুটা যেন আক্ষেপের সাথে বললেন ইদানীং যেন তাঁর কবিতা আসে না। স্মৃতিচারণ করলেন বরিশালে ফেলে আসা দিনের বললেন, তিনি ঘরকুনো। তাই বরিশালে আর যাওয়া হয়নি। তাই ফেলে আসা দিনগুলো আরও 'পিছু টানে' পরে শোনালেন মৃত্যু নিয়ে তাঁর হৃদয়স্পর্শী কবিতা, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। (জয় ভট্টাচার্য জানালেন কবি জয় গোস্বামী খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করেছেন, তরুণ বয়সে যে দু'জন কবিকে অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর মধ্যে একজন ছিলেন কবি রত্নেশ্বর হাজরা।) এদিন যাঁদের স্বরচিত কবিতা/ছড়া এই প্রতিবেদকের বিশেষ ভাল লাগলো তাঁরা হলেন কবি শান্তনু মিত্র (অতি আধুনিক বিষয়বস্তু 'ফেসবুক' নিয়ে, বিমর্ষতার ছাপ নিয়ে), জয় ভট্টাচার্য (নেতাজিকে নিয়ে) তারাশঙ্কর দত্ত, সুজিত দেবনাথ প্রমুখ। বিখ্যাত কবিদের কবিতা পাঠে উজ্জ্বল ছিলেন সুরজিত দাস, শ্যামল ভট্টাচার্য, জয় ভট্টাচার্য, সৌরীন চ্যাটার্জী, শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় পাল। আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয় আসরের সঞ্চালক, কবি, বাচিক শিল্পী উদয় চক্রবর্তীর পাঠ। কবি সমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা, 'আমি দায়ী নই'—শ্রী চক্রবর্তীর 'বাচিক শিল্পী হিসাবে কণ্ঠস্বরের অসাধারণ 'মডিউলে শান'–এর কাজ মনে রাখার মত। শ্রী চক্রবর্তী আরও শোনান কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, 'লন্ডভন্ড'। এদিন আসরে সুব্রত ভদ্র প্রদর্শন করলেন তাঁর নূতন বই, 'জাতকের গল্প'। পরে নিজের আঁকা অতি উজ্জ্বল ছবি দেখিয়ে বিগত যুদ্ধের বিখ্যাত বিভিন্ন বাংলা চলচ্চিত্রের শিরোনাম নিয়ে তৈরি তাঁর কৌতুকময় পটশিল্পীদের মতন ভাষণ হয় অত্যন্ত উপভোগ্য। শেষে পরিবেশন করলেন পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে কৌতুকময় শ্রুতি নাটক তবে এতে মূল রসের প্রভা বেশি ছিল। প্রতিবেদক বিনীতভাবেই জানাচ্ছেন 'ভাল লাগল না'। রম্য রচনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ভাবে 'নট আউট' সুসাহিত্যিক সুকুমার মন্ডলের পাঠ, 'ধম্মকম্ম' জমিয়ে দিল আসর। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের গল্প পাঠ, 'স্বাধীনতার স্বাদ খুবই ভাল লাগল। নন্দিতা বাগচির গল্প, 'সন্তান–সন্ততি'–র পাঠ ভাল লাগল। আলাদা ভাবে আরও উল্লেখ করতে হয় নিমাই মিত্রর কবিগুরুর 'মানুষ' রচনাটির পাঠ—সময়োপযোগী পাঠ। এদিন গানে গানে আসরকে আরও উজ্জ্বল করলেন গীতা অধিকারী, কল্পনা বিশ্বাস (স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে পাঠাগারকে ৫০১ টাকা অনুদান দিলেন— বোঝা যায় রবীন্দ্র নিকেতনের এই আসর দিনে দিনে 'পারিবারিক' আসর হয়ে উঠছে), দেবাশীষ গুহ প্রমুখ। এদিন আসরে প্রথম এলেন অর্চনা মজুমদার, বললেন আসর খুবই ভাল লাগার কথা। শিবানী দত্তর সমাপ্তি সঙ্গীত দিয়েই আসরে সমাপ্তি ঘটল।

পুনশ্চঃ গ্রন্থাগারিক চয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় এদিনও নির্বাক কর্মী হিসাবে সকলের চা–জলযোগের ব্যবস্থাতেই নিমগ্ন রইলেন— 'ফুলের জলসায় নীরব কেন গো কবি' তথা চয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়? কেন, কেন, কেন?

সঞ্চিতার কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ বৈশাখ দক্ষিণ শহরতলীর সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্র ১৫৪ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের আয়োজন করেছিল দক্ষিণ বাওয়ালীর সঞ্চিতা কলাভবনে। অনুষ্ঠানের শুরুতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন নোদাখালী থানার আই সি শান্তিনাথ পাঁজা, শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী এবং সংস্থার সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও সম্পাদক স্বপন রায়। তারপর সঞ্চিতা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা নৃত্য ও সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানায়। অতিথিরা কবিগুরুর জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। সঙ্গীতে অংশ নেন শিল্পী কল্যাণ ঘোষ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক কুনাল মালিক।

কুলতলী গ্রামের গৌড়দাস পাড়ায় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

দিপা কর্মকার : কলকাতা থেকে ৭৫ কিমি দূরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত কুলতলী গ্রামের গৌরদাস পাড়ায় গত ১লা থেকে ২রা মে ২ দিন ব্যাপী 'আমরা নতুন আমরা কুড়ি' সাংস্কৃতিক সংগঠনের তৃতীয় বর্ষ উদ্‌যাপিত হল। এইরকম প্রত্যন্ত গ্রামে এমন নিখুঁত ও সুন্দরভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিবেশন দেখে সকলেই এক কথায় মুগ্ধ ও বিস্মিত।

যথারীতি প্রথম দিনের মতো দ্বিতীয় দিনে যথাসময় অনুষ্ঠান শুরু হয়। ফুল ও ব্যাজ দিয়ে মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। মঞ্চে আহ্বান জানান হয় প্রধান অতিথি প্রাক্তন পুলিশ ইনসপেক্টর অরিন্দম আচার্যকে। তিনি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। বিশেষ অতিথি কবি ও তথ্য চিত্র পরিচালক সুগত চৌধুরী সভার প্রথম বক্তব্য রাখেন। প্রথমেই তিনি ছোট্ট অথচ নিপাট সুন্দর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং নিজের একটি সুন্দর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। বিশেষ অতিথি কবি ও সাহিত্যিক যতীন্দ্রনাথ সরকার তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সংগঠকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

সভার আরেক বিশেষ অতিথি সমাজ সেবক দেবাশিস সিনহা ধূমপান বিরোধী বক্তব্য রাখলেন এবং স্বরচিত একটি সুন্দর গান উপহার দেন।

সভার প্রধান অতিথি এবং প্রধান বক্তা অরিন্দম আচার্য শেষ বক্তব্য রাখলেন। তিনি জানান যে উত্তরোত্তর নারী পাচারকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। তারা কখনও ভোল পাল্টে, নিজের পরিচয় গোপন করে গ্রামে কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষের সহযোগিতায় গ্রামে প্রবেশ করে। গ্রামে বসবাসকারী স্থানীয় বাসিন্দারা এই পাচারকারীদের মদত যোগায়, তারাই মোটা টাকার বিনিময়ে গ্রামের মেয়েদের যাবতীয় খবরাখবর এই কুচক্রীদের কানে তুলে কানে তুলে দেয়। এরপর শুরু হয় শিকারীর শিকার ধরার কাজ, গরিব ঘরের মেয়েদের দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাইয়ে মোটা টাকার (প্রায় ২০০০০–২৫০০০ টাকার) রোজগারের টোপ দেয় ঠিক যেমন বড়শিতে মাছ ধরবার মত। অরিন্দমবাবু এখানেই সকলকে সাবধান হওয়ার কথা বলেন। তিনি জানান আমাদের উচিত তখনই তাদের ফোন নং ও ঠিকানা চেয়ে নেওয়া। চাওয়া মাত্রই তাদের মুখে আকৃতি বিকৃতি পাল্টাবে, অনেকে আবার না দিয়েই পালাবে। পূর্ণ বিবরণ পঞ্চায়েত প্রধান বা গ্রামের গণমান্য ব্যক্তিকে জানাতে হবে ও তার পাশাপাশি স্থানীয় থানায় পুলিশি রিপোর্ট করতে হবে। এই ভাবে কুচক্রীদের আসল ছলনার মুখোশ বেরিয়ে আসবে। তিনি সচেতন ভাবে সবাইকে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে বলেন তবেই কুচক্রীদের নারী–শিশু পাচারের মত ঘৃণ্য কাজ কড়া হাতে দমন করা যাবে।

বক্তব্যের পর অরিন্দমবাবু দুজন সফল ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। শুরু হল 'আমরা নতুন কুড়ি'র বিশেষ নিবেদন। নৃত্য–গীতের মধ্য দিয়ে গোটা অনুষ্ঠানটি এক অন্য মাত্রা লাভ করে। তবে সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ ছিল শুভঙ্কর ভঞ্জের পরিচালনায় নারী পাচারের ওপর অভিনীত একটি মূকাভিনয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মাঝপথেই তা থামাতে হয়, ও পরের দিন এই অসমাপ্তির পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে। এত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে অভিনয়ের জন্য সকল কলাকুশীলবরা উচ্চপ্রশংসিত হন, কিন্তু শিবশঙ্কর ভঞ্জের পরিকল্পনায় নাটকের মঞ্চসজ্জা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাকে এবং শিক্ষিকা ও সাংস্কৃতিক কর্মী শ্রাবন্তী নস্করকে অশেষ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয় তাদের এহেন চমৎকার ও দৃষ্টিনন্দন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য। অবশেষে আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও সংগঠনের সম্পাদক সনৎ সর্দার উপস্থিত সকলকে অশেষ ধন্যবাদও জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের ইতি ঘোষণা করেন।

অভিনন্দন

১২ মে জীবনানন্দ সভাগৃহে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা যুগসাগ্নিকের বৈশাখ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। মঞ্চে পত্রিকাটি প্রকাশ করলেন কবিবৃন্দ তথা রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু, ব্রত চক্রবর্তী। সঙ্গে রইলেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি বাবলু ভট্টাচার্য।

যথারীতি এদিনও সমগ্র অনুষ্ঠানের প্রথম ভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন যুগসাগ্নিকের সম্পাদক কবি প্রদীপ গুপ্ত। লিটল ম্যাগাজিন জগতের বহু কবি, লেখক। যাদের লেখা নিয়মিত ভাবে যুগসাগ্নিকে প্রচারিত হচ্ছে। তাঁরা বিভিন্ন পাঠে অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের প্রায় সকলের পাঠে সমৃদ্ধ রবীন্দ্র প্রণামও অনুষ্ঠিত হয়। একই ভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে বহু সঙ্গীত শিল্পী রবীন্দ্র প্রণাম সারেন। যুগ সাগ্নিকের বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে নেপালে ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত হাজার হাজার মানুষের জন্যে পত্রিকা গোষ্ঠী ২৫০০০ হাজার টাকারও বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছেন সকলের কাছ থেকে। এই অর্থ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরকারি প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যুগসাগ্নিকের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আলিপুর বার্তার তরফে আন্তরিক অভিনন্দন।

পশ্চিম পুটিয়ারী সাহিত্য আসর

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের গান দিয়ে আসরের শুরু। ভাল আবৃত্তিও শোনালেন। একই মাত্রায় যাঁদের স্বরচিত কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন অনিমা বিশ্বাস, গৌর দাস, শান্তনু মিত্র, শিউলি রায় চৌধুরী, পার্থ সরকার প্রমুখ। মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে দেখা আশ্বিনের দিনের এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা অতি সুন্দরভাবে, কাহিনী হিসাবে বললেন যুবা প্রতিভা, লেখক মধুসূদন কর। জে এন রায়ের অনুগল্পটি ভাল লাগল। শব্দ নিয়ে দারুণ খেলা দেখা গেলো তারাশঙ্কর দত্তর মজার ছড়ায়। সুকুমার মণ্ডল আবারও আসর জমালেন তাঁর রসসমৃদ্ধ রম্য রচনা 'চোখের নজর' পাঠে। 'শিক্ষক দিবস' এই পর্যায়ে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের একটি ছবি এঁকেছেন শিক্ষা জগতেরই মানুষ দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেটি সভায় প্রদর্শন করলেন। সর্বপল্লীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা তাঁর ইংরাজি কবিতাও পড়লেন। বাংলা কবিতা 'পূজা মানে'–ও ভাল লাগল। স্বরচিত কবিতা পাঠ ছাড়াও এদিন হঠাৎই অনবদ্য রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে প্রদীপ গুপ্ত এক 'নতুন' প্রদীপ গুপ্তকে সবার সামনে হাজির করলেন। সলিল চৌধুরীর কবিতা পাঠে উজ্জ্বল ছিলেন শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় পাল। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় মজাদার 'ভূতুড়ে' বৈঠকী জাদু দেখালেন বললেন স্বরচিত কবিতা, 'চেয়ো নাকো' ('জ্যাক অব্ অল ট্রেডস!...)। এদিন আসরে আরও স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন দেবনাথ পোড়ে, বিধান সাহা, সুনীল গুহ, শেফালি সরকার, আরতি দে, প্রবীন নন্দী, নিতাই মৃধা, শাশ্বতী সরকার প্রমুখ। মায়াবালা ঠাকুরের আধুনিক গান পরিবেশন ছিল অতি দরদী পরিবেশন। সুদীর্ঘ কবিতা ছিল শ্যামল ভট্টাচার্যের— এধরনের সুদীর্ঘ কবিতা পাঠ শুনতে ভাল লাগে যদি কবি ভাল বাচিক শিল্পী হন, নচেৎ নয়। শ্যামলবাবুর কবিতাটি পাঠক পড়লে নিশ্চয়ই তাঁর ভাল লাগবে। ৮০–এর কোঠার শিল্পী সুরেশচন্দ্রকে শুনিয়েছেন গান, পাঠ করেছেন নিবন্ধ।

এই বিভিন্ন জনের পাঠ সম্বন্ধে পঠন মূলক উজ্জ্বল আলোচনা করেন আসরের আহ্বায়ক সুসাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল ও সংগঠনের সভাপতি, ময়না কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। সুকুমার বাবুর চা জলযোগের ব্যবস্থা ছাড়াও এদিন সকলকে 'মিষ্টিমুখ' করালেন ডঃ বর্ধন— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রবাসী তাঁর বড় কন্যার কোলে কন্যা এসেছে বলে—পশ্চিম পুটিয়ারী সাহিত্য সংগঠন দিনে দিনে হয়ে উঠছে এক বৃহৎ উজ্জ্বল পরিবার...

জীবন দর্শন

আমরা কেন কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করব?

কেহ শিব ঠাকুরের পুজো করে, কেহ মা কালীর পুজো করে, এভাবে নানান রুচি সম্পন্ন মানুষ নানান দেবদেবীর উপাসনা করে। কিন্তু ওই সকল দেবদেবীর পুজোর মাধ্যমে কেবলমাত্র জড় বা জাগতিক কামনা বাসনা সিদ্ধ হয় ও তার দ্বারা সাময়িক অস্থায়ী সুখ লাভ হয়। কারণ ওই সকল দেবদেবীদের কাছে স্থায়ী সুখ দেওয়ার ক্ষমতা নাই। এইভাবে আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পুজোর বিধান দেওয়া আছে তা হলে কেন আপনি কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করবেন–সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন ব্রহ্মাজী প্রথম শুরু করেন। নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল তাই তার অপর নাম পদ্মযোনি। জন্মের কিছু পরেই শিক্ষা শুরু হয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাজীকে প্রথম বেদ ও গীতার জ্ঞান দান করেন। সেই জ্ঞান লাভের পর তার প্রথম অনুভূতিতে তিনি ব্রহ্মসংহিতা নামক গ্রন্থ লিখেছিলেন। ব্রহ্মসংহিতার প্রথম শ্লোকে বলেছেন–

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।
অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম।।

ব্রহ্মাজী বললেন শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরম ঈশ্বর ও চরম নিয়ন্তা তিনি আদি এবং তিনি সর্বকারণের কারণ। এবং তিনি চতুর্মুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গান করে বেড়ান–

গোবিন্দম আদি পুরুষং ত্বমহং ভজামি।

আমাদের সবাইয়ের তাই ব্রহ্মাজীর মতো কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করা উচিত ও জীবনে চলার পথকে মসৃণ করতে হরিনাম সংকীর্তন করা উচিত। ভারতবর্ষের সকল দেবদেবী ও মহান ঋষি সবাই কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের জন্য মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আদি শঙ্করাচার্য যিনি শিবের অংশে জন্মলাভ করেছিলেন ও পরম শিবভক্ত ছিলেন। তিনি কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন দেখুন–

একো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীতম।।

যদি একজন দেবতা বা একজন ঈশ্বর থাকেন তবে তিনি হলেন দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ। একটাই শাস্ত্র সেটি দেবকী পুত্রের গীতা–শ্রীমদভাগবত গীতা। শঙ্করাচার্য আরও উল্লেখ করেছেন গান করলে গীতার গান করুন আর ধ্যান করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপের ধ্যান করুন– মনে গোবিন্দের ভজনা করুন।

গেয়ং গীতা নাম সহস্রং।
ধেয়ং শ্রীপতি রূপমজস্রং।।

ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম। এত বড় মহান যোগী জ্ঞানী তপস্বী ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। তিনিও সদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি অনুশীলনের কথা বললেন আমাদের তার কথা শোনা উচিত।

আজও আমাদের কর্ণে যদি বাঁশীর সুর প্রবেশ করে তবে যে কোনও মানুষ যতই কঠিন হৃদয়ের হোক না কেন আড় বাঁশীর সুর সবাইয়ের হৃদয় বিগলিত করে। আর এই বাঁশী সুমিষ্ট সুর কে দেখালো? কে শোনালো? তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তার হাতে বাঁশির সুর সবাইকে মনমুগ্ধ করে। আপনি যদি ভালো বাঁশি বাজাতে চান তবে আপনাকে কৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে। কারণ তিনি বংশীধারী তিনি সবচেয়ে সুমিষ্ট সুরে বাঁশী বাজান। তার বংশীধ্বনি বৃন্দাবনের সবাইকে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল করেছিল, তাই চিন্ময় আনন্দ দিতে পারে গভীর রাত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একবার বংশীবাদন শুনলে আপনার মন চিন্ময় আনন্দে ভরে যাবে। আপনার তখন ওই বাঁশীর সুর শোনার জন্য মন উদ্বেল হয়ে যাবে। সেই বংশীধ্বনি শোনার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠবে। আনন্দরসে মন ভরে উঠবে। কারণ ওই বাঁশীর শব্দ যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। তিনি আনন্দ দেবার জন্য আপনাকে ডাকছেন। তাই তো আমাদের চিন্ময় আনন্দ পেতে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন একান্ত দরকার। তিনি নারায়ণ রূপে চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধরেছিলেন।

শঙ্খ–শুভ সংকেতের প্রতীক।
চক্র–দুষ্ট দমনের প্রতীক।
গদা–ভয়ের প্রতীক।
পদ্ম–সুন্দরের প্রতীক।

তাই যা সবচেয়ে সুন্দর, যা সবচেয়ে শুভ– যে অস্ত্র সবচেয়ে শক্তিশালী তাই সবই তার কাছে থাকে। যদি কোনও মহাপুরুষ বলে থাকে–রনে বনে জঙ্গলে আমাকে শরণ করলে আমি তাকে রক্ষা করব। সে মিথ্যাচারী মানুষকে প্রতারণা করছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া এই জগতে কেউ ত্রাণকর্তা নেই।

একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারা যাবে। মানুষ সাধনার দ্বারা যতই উচ্চস্তরে পৌঁছান, সে কখনও ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। তিনি তার উপাসক মাত্র। ভস্মাসুর নামে এক দৈত্য দীর্ঘদিন শিবের তপস্যা করেছিলেন। সদাশিব তার কাছে আবির্ভূত হয়ে বর দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। ভস্মাসুর শিবের কাছে বর চান যে আমি যার মাথায় হাত দেব সে দেবতা হোক, যক্ষ হোক মানুষ হোক তার যেন মৃত্যু হয়। শিবজী বললেন তথাস্তু। এই বর পেয়ে ভস্মাসুর প্রথমেই শিবের মাথায় হাত দিতে গেলেন তখন শিবজী নারায়ণ নারায়ণ বলে বৈকুণ্ঠের পথে ছুটলেন। সেখানে নারায়ণ শিবজীর বিপদ বুঝতে পেরে ভস্মাসুরের উপর মায়া বিস্তার করে তাকে বললেন–পরীক্ষার জন্য তুমি তোমার মাথায় হাত দিয়ে দেখ, শিব সত্য কথা

বলেছেন কি না? মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে ভস্মাসুর নিজের মাথায় হাত দিয়ে নিজেই ভস্মিভূত হলেন, এভাবে নারায়ণ শিবজীকে রক্ষা করেছিলেন।

আপনারা জানেন রাবণ পরম শিবভক্ত ছিলেন। রামচন্দ্র যখন লঙ্কা আক্রমণ করেন তখন রাবণ দেবাদিদেব শিবের কাছে তার রক্ষার প্রার্থনা করেছিলেন। শিবজী রাবণকে বললেন তুমি আমার প্রভু রামচন্দ্রের কাছে অপরাধ করেছো– আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। রামচন্দ্র যে আমার প্রভূ, তুমি তার কাছে যাও ও ক্ষমা ভিক্ষা কর। রাবণ ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে শিবজীর কথা না শুনে মৃত্যুকে আহ্বান করেছিল। এভাবে আমরা দেখব বিপদের সময় একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণই রক্ষা করতে পারেন আর কেউ পারেন না। তাই তো বলে, রাখে হরি তো মারে কে? আর মারে হরি তো রাখে কে? তাই আমাদের জীবনে আপদে বিপদে সম্পদে সদা শ্রীকৃষ্ণকে শরণ করা উচিত।

আজ সমাজে কত নারী নির্যাতিত হচ্ছে। নারী নির্যাতন মহাভারতের যুগেও হয়েছে সে কাহিনী আমরা সবাই জানি। পান্ডবেরা পাশা খেলায় পরাজিত হলে– কুলবধূ দ্রৌপদীকে সভার মধ্যে বস্ত্র হরণ করতে চাইলেন। দুঃশাষণ দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করার আগে সভার মধ্যে উপস্থিত সকল বীর যথা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য সবার কাছে সেই অপমান থেকে মুক্তির জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেউ সেদিন তাকে রক্ষা করতে পারেনি। যখন দুঃশাষণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ শুরু করলেন দ্রৌপদী দুই হাত তুলে শুধু বলেছিলেন হে কৃষ্ণ তুমি আমাকে রক্ষা কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেদিন নারীজাতির লজ্জা ও সম্মান দুই-ই রক্ষা করেছিলেন কেউ পারেননি। আজও কোনও নারী বা পুরুষ বিপদে পড়লে যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে দুই হাত তুলে তার শরণাগত হয়, আমার কথা নয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কথা দিয়েছেন আমি তাকে রক্ষা করবো। সমগ্র নারী জাতির প্রতি তাই আমার আহ্বান, অনুরোধ আপনার বিপদে শ্রীকৃষ্ণকে শরণ করুন, প্রত্যক্ষ করুন কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে রক্ষা করেন–কারণ তিনি একমাত্র ত্রাণকর্তা পরিত্রাণ কর্তা তার অপর নাম বিপদভঞ্জন হরি। তাই তো আমাদের সবাইয়ের কৃষ্ণ শরণ করা উচিত। শুধু বিপদের সময় দুই হাত তুলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরণ করুন– দেখুন কেউ না কেউ আপনাকে রক্ষা করবে–পরীক্ষা করুন। দেখুন সকল দেবতা যার নাম গান করেন। সকল ঋষিরা যার বন্দনা করেন, সকল তপস্বীরা যাকে হৃদয়ে ধ্যানের মধ্যে পেতে চেষ্টা করেন। শুধু চিন্ময় আনন্দ ও শান্তির জন্য বিপদ থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য তাই আসুন সবাই মিলে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করে মানব জীবনকে সার্থক করি। ভগবান গীতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন –

অনন্যশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনা পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ করলে তিনি তার ভক্ত সকলের দায়িত্বগ্রহণ করেন। তার দায়ভার নেন, ও রক্ষা করেন।

তাই আমাদের কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করা উচিত। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কথা কম বলতেন, তিনি আচরণ করে জীবকে শিক্ষা দিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন কেন করবেন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

(১) **চেতোদর্পন মার্জনম**–শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন চেতনার দর্পনে ময়লা পরিস্কার করে তার শরণ ছাড়া অন্য কোনও পথে হৃদয়ের মলিনতা দূর করা যাবে না। হৃদয়ের কামনা বাসনা পরিস্কার না হলে শান্তি পাবেন না। (২) **ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণম**– হৃদয়ের মধ্যে আশা আকাঙ্খার যে আগুন জ্বলছে তার জন্য টেনশন হচ্ছে রোগ ব্যধি জ্বালা আপনাকে অশান্তি দিচ্ছে, সেগুলি নিভিয়ে দেয়। শ্রীকৃষ্ণ শরণ ও সংকীর্তন করলে ওই হৃদয়ের দাবাগ্নি নিভে যাবে।

আনন্দাম্বুধিবর্ধনম প্রতিপদম–প্রকৃত আনন্দের আস্বাদন পেতে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন শরণ ভজন একমাত্র পন্থা তিনিই ত্রাণ কর্তা, তিনিই পরিত্রাণ কর্তা, আনন্দ দেবার কর্তা ও মুক্তি দাতা তাই তার শরনাপন্ন হোন, তার নাম কীর্তন করা আমাদের পরম কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের জয় হোক। সুরদাস, তুলসীদাস বিল্লমঙ্গল সবাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বা তার অবতারের প্রতি ভক্তি অনুশীলন করে জগৎ সংসারে আনন্দের আলো জ্বেলে গেছেন। মহাকবি ব্যাসদেব তার সমস্ত কাজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য বেদ, পুরাণ উপনিষদ সকল গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় 'কৃষ্ণকে জানুন ও তার প্রতি ভক্তি অনুশীলন করুন।

ভক্তামাং অভিজানাতি

কেবলমাত্র ভক্ত হলেই ভগবানকে জানা যাবে। অন্য কেউই আমাকে জানতে পারবে না।

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গানি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি

মনকে ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন করলে তার কৃপায় সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে উত্তীর্ণ হবে। অহংকার বশত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা না শুনলে দুঃখ পাবেন কষ্ট পাবেন ও বিনষ্ট হবেন। ৪/৪০ শ্লোকে ভগবান বলছেন–

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি

অজ্ঞ, মুর্খ শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না ও সুখ পেতে পারে না। প্রকৃত সুখ শান্তি পেতে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করা অবশ্যই দরকার। শ্রী কৃষ্ণ সংকীর্তনের জয় হোক।

মহানগরে সাঁতার উৎসব

কমল নস্কর

চলচ্চিত্র উৎসব, চিত্র প্রদর্শনী, নানা ব্যাঞ্জন রান্নার ভরপেট আয়োজন ইত্যাদির সঙ্গে কম বেশি বাঙালি বেশ ভালো মতোই পরিচিত। কিন্তু তপ্ত জ্যৈষ্ঠের দাবদাহে কলকাতা যখন বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরিসম হয়ে উঠেছে তখন শীতলতার স্পর্শ নিয়ে শহরের অকুণ্ঠেই শুরু হয়েছে এক সাঁতার উৎসব। সাধারণ ভাষায় কলকাতা জেলার সাঁতার প্রতিযোগিতা হলেও প্রবল গরমে খিদিরপুর সুইমিং ক্লাবের শীতল জল এক উৎসবের মেজাজ ধারণ করেছে। সৌজন্যে ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্ট সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন। কলকাতা জেলার অন্তর্গত ৩৩টি সুইমিং ক্লাবকে নিয়ে গত ১৮ মে থেকে শুরু হয়েছে বয়স ভিত্তিক জুনিয়র এবং সাব-জুনিয়র লেবেলের ওয়াটার পোলো ও সাঁতার প্রতিযোগিতা। ওয়াটার পোলো ১৮ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত চলবে। আর ২১ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত হবে নিখাদ সাঁতার প্রতিযোগিতা। ইতিমধ্যেই ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতার গ্রাফ চড়েছে চরম উচ্চতায়। কারণ আগামী ২৪ মে যে ফাইনাল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তার দুই ফাইনালিস্ট দল শুক্রবারই কোয়ালিফাই করেছে ফাইনালে। ওয়াটার পোলোর প্রথম সেমিফাইনালে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব ৭-৩ গোলে পরাজিত করেছে কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবকে। অপরদিকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের মহড়া হয়েছিল খিদিরপুর সুইমিং ক্লাব বনাম ক্যালকাটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে। ঘরের দলটি আরও বড় ব্যবধানে ক্যালকাটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে।

বিশাল ব্যস্ততার মধ্যেও সংবাদমাধ্যমকে নিরাশ করলেন না এই প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্যোক্তা তথা ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্ট সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সচিব প্রণয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুত শুক্রবার এই কপি লেখার শেষ সময় পর্যন্ত প্রণয়বাবু যোগালেন আপ টু ডেট তথ্যাবলী। তাঁর কথা থেকেই জানা গিয়েছে এই প্রতিযোগিতার জন্ম নয়-নয় করে প্রায় ৫০ বছরে পা দিতে চলেছে। ৬০-এর দশকের মাঝপথ থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছে তা নানা আঙ্গিকে নানা রূপে প্রবাহিত হয়ে চলেছে বিশ্বায়নের হিন্দোলে ভরা এই ২০১৫তেও। প্রণয়বাবুর মুখেই আরও জানা গেল বহু নামি প্রতিভা এই প্রতিযোগিতা থেকে উঠে এসেছে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত সংখ্যায় মাসুদুর রহমান বৈদ্যর প্রয়াণ সংক্রান্ত লেখায় সাঁতার সম্পর্কে তাঁর অনাবিল লড়াইয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছিল। ঘটনা চক্রে এ সপ্তাহেও সেই সাঁতারকে কেন্দ্র করেই আরও একটি লেখা যাচ্ছে যা আগামী দিনের বহু মেধাবীকে পথ দেখাবে। এই সংস্থার সচিব যেমন প্রণয় বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনই এখানকার সভাপতি হলেন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৪ মে ফাইনালের পর যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে তাতে সচ্চিদানন্দবাবুর সঙ্গেই উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং অন্যান্যরা।

আন্তঃসীমান্ত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এস এস বি-র রানীডাঙার ক্যাম্পাসে গত ২১ মে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সশস্ত্র সীমা বলের দশম আন্তঃসীমান্ত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন হল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এসএসবি-র শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের আই জি শ্রী কুলদীপ সিং। তিনদিন ব্যাপি এই ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে এস এস বি-র হেড কোয়ার্টার্স নতুন দিল্লি ছাড়াও, রানীখেত, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, গুয়াহাটি এবং শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের ২০জন আধিকারিক সহ মোট ৪৪ জন প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছেন। তিনদিন ব্যাপি এই টুর্নামেন্টে সিঙ্গলস ও ডাবলস মিলিয়ে মোট ৮৭ টি ম্যাচ হবে। ম্যাচ গুলি এস এস বি-র ৪১ বাহিনী রানিডাঙার নিজস্ব ব্যাডমিন্টন কোর্ট এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাডমিন্টন কোর্টে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুলদীপ সিং সমস্ত প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা চলাকালীন অনুশাসন, শৃঙ্খলা পরায়ণতা ও খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব বজায় রাখার পরামর্শ দেন। পুলিশ কর্মীদের চ্যালেঞ্জিং কাজের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নিয়মিত ক্রীড়াচর্চা কর্মীদের মানসিক উদ্বেগ কমানোর ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এস এস বি রানীডাঙা সেক্টরের ডি আই জি শ্রী এ কে মল্লিক সমস্ত প্রতিযোগী ও অন্যান্য অতিথিদের স্বাগত জানান।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের ডি আই জি ডি কে সিনহা, শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের প্রশাসনিক

আধিকারিক এস কে সারেঙ্গী, স্টাফ অফিসার (ও অ্যান্ড টি) বি কে পাল, অ্যাডিশনাল জ্যাজ এটর্নি জেনারেল এস কে ধর, ডাঃ উর্মিলা গ্যারি কমান্ডেন্ট (মেডিক্যাল) এস এস বি ৪১ বাহিনির কমান্ডেন্ট সুধীর বার্মা, ডাঃ আর ডি গ্যারি কমান্ডেন্ট (মেডিক্যাল), বি এস নেগি টু-আই-সি সহ এস এস বি-র উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ।

এদিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাডমিন্টন কোর্টে বিকেল পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ম্যাচটিতে শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের হেড কনস্টেবল ইবমাচা সিং ২১-০৮ ও ২১-১২ পয়েন্টে রানীখেত ফ্রন্টিয়ারের এ এস আই নিহাল সিংকে পরাস্ত করেন। দ্বিতীয় ম্যাচে এস এস বি-র হেড কোয়ার্টার্সে নতুন দিল্লির এস আই সুভাষ চন্দ্র সিংহ গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের এ এস আই ভবেন চেতিয়াকে ১৩-২১, ২১-১৭ ও ২৩-২১ পয়েন্টে, তৃতীয় ম্যাচে পাটনা ফ্রন্টিয়ারের এস আই তেজেন্দর ঠাকুর শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের কনস্টেবল রমেশ চন্দ্র সিংকে ২১-১৯ ও ২১-১৩ পয়েন্টে, শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের হেড কনস্টেবল সচিন কুমার সিংহকে ২১-১১ ও ২১-১৮ পরাস্ত করেন এস এস বি-র হেড কোয়ার্টার্স নতুন দিল্লির হেড কনস্টেবল গৌতম বসাক।

অপর দিকে এস এস বি-র ৪১ বাহিনী রানিডাঙায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে রানিখেত ফন্টিয়ারের প্রাইভেট সেক্রেটারি বি এস মেহেরা গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট সি জেড সাংলিয়ানকে ২০-২১, ২০-১৭ পয়েন্টে, গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের ডাঃ কে ডি সিং রাণীক্ষেত ফ্রন্টিয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট উৎপল রায়কে ২০-০৯ ও ২০-১০ পয়েন্টে, শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের প্রশাসনিক আধিকারিক এস কে সারেঙ্গী পাটনা ফ্রন্টিয়ারের পশু চিকিৎসক ডাঃ ললিত দেউরিকে ২০-১২ ও ২০-১৫ পয়েন্টে এবং গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের ডাঃ কে ডি সিং এস এস বি-র সদর দফতর নতুন দিল্লিতে কর্মরত সেকেন্ড ইন কমান্ড রাজেস শিব্রামকে ২০-১০ ও ২০-১৮ পয়েন্টে পরাস্ত করেন।

বাংলার মহিলা ভলিবলকে বাঁচিয়ে রেখেছে মগরা আকাদেমি

মলয় সুর

বর্তমানে বাংলার ভলিবল এখন রীতিমতো অথৈ জলে। অথচ ফুটবল, ক্রিকেটের মতো অতীতে ভলিবল খেলারও অনেক জনপ্রিয়তা ছিল। সেই জনপ্রিয়তা হারিয়ে বাংলার ভলিবল আজ অনেক পিছিয়ে পড়েছে। উপযুক্ত স্পনসরশিপ না থাকায় রাজ্যের বহু নামিদামি ক্লাব নাম তুলে নিচ্ছে। কিন্তু কর্মকর্তারা জানেন না কী করে খেলাটার বিপণন করতে হয়। ফুটবল ও ক্রিকেটে টাকা উড়ছে। আইপিএল ট্রফি আসার পরে ক্রিকেট নিয়ে ব্যবসা চলছে। তাই এই খেলাগুলোর প্রচারের আলো আছে। ফলে গ্ল্যামারহীন ভলিবল খেলা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও আকর্ষণ নেই। খেলাটির প্রসার ঘটাতে রাজ্য ভলিবল সংস্থার কর্মকর্তারা বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক টুর্নামেন্টগুলিকে জেলাস্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পরিসংখ্যানের দিকে নজর রাখলে দেখা যাবে জেলার ভলিবল খেলা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাতে না আছে পরিকল্পনার ছাপ না আছে পেশাদারিত্ব। রাজ্য ভলিবল সংস্থার অধীনে রয়েছে ১১টি স্বীকৃত জেলা সংস্থা। পুরুষ ও মহিলা মিলে রাজ্য ভলিবলে অংশ নেয় ৫০টি দল। এঁদের মধ্যেও বেশিরভাগটাই রাজ্য সংস্থার অনুমোদিত কলকাতার ক্লাব। এর বাইরে ক্লাব আছে সব জেলায়। সারা রাজ্য জুড়ে এর প্রভাব কোনও দিনই ছিল না। কেবলমাত্র হুগলি হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদিয়া জেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাংলার ভলিবল।

একটা সময় দেখা গেছে মেয়েরাই বাংলার ভলিবলের মূল উত্তরসূরি হিসাবে ভলিবল কোর্টে আলো করেছিলেন। শ্রেয়শ্রী ব্যানার্জী, যোগমায়া কোলে, দিপালী পাত্র, রীনা পাত্র, লক্ষ্মী নিয়োগী, প্রেয়সী ব্যানার্জী, তাপসী চৌধুরী, আভা মুখার্জীর মতো বহু নামি ভলিবল খেলোয়াড়রা। কিন্তু এখন যেভাবে চলছে তাতে জেলার ভলিবলের রংটা রীতিমতো ফিকে হয়ে গিয়েছে। মেয়েদের ভদ্রেশ্বরের ইউএসি, ভবানী সংঘ, শ্রীরামপুরের সবুজ সাথী এবং রিষড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন খেলাটি হাওড়া বর্ধমান মেন লাইনে মগরা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। বাংলার উৎকর্ষতা বাড়াতে ১৯৯৭ সালে মগরা জয়পুরে জন্ম নেয় মগরা ভলিবল। এরপর ২০০৬ সালে বাগাটি কলেজের ফুটবল মাঠে পাকাপাকিভাবে গড়ে ওঠে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য মগরা ভলিবল আকাদেমি। ইতিমধ্যেই বাংলা তথা জাতীয় স্তরে প্রচুর খেলোয়াড় জন্ম দিয়েছে এই জেলার বিভিন্ন ক্লাব। তবে শুধুমাত্র বর্তমান সরকারের সাংসদ কোটায় ২ লাখ টাকা আকাদেমি পেয়েছে। রাজ্য ভলিবল লিগে এবং নক আউট টুর্নামেন্টে বহুবার চ্যাম্পিয়ন মগরা ভলিবল আকাদেমি। এই আকাদেমিটি বেঁচে আছে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ও সমাজসেবীর জন্য। এঁদের মধ্যে কমিটির সচিব সুব্রত কুণ্ডু, প্রেসিডেন্ট অজয় মুখার্জীর নাম উল্লেখ্য।

এছাড়া আকাদেমির উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে সহকারি প্রশিক্ষক

প্রচুর খেলোয়াড় বাংলা ও ভারতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাপ্লাই দিয়ে চলেছেন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করেই উঠে এসেছে প্রত্যন্ত গ্রামবাংলার এই ভলিবল আকাদেমিটি। এই আকাদেমির অভিজ্ঞ কোচ ও অভিভাবক এবং খেলোয়াড়দের একনিষ্ঠ অন্তরের প্রাণপুরুষ প্রভাত ঘোষ জানালেন, এখানে মিনি গ্রুপ, সাব জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়রদের সারা বছর ধরে কঠিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম মেয়েদের করতে হয়। মোট ১২৫ জন মহিলা বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক গ্রুপে রয়েছেন।

প্রভাতবাবু আরও বলেন, বাংলার ভলিবলের পীঠস্থান হচ্ছে হুগলি জেলা, অতীত দিনের প্রখ্যাত ভলিবলার এবং বর্তমান মিলে অভিজিৎ দত্ত মেয়েদের উঠে আসতে সাহায্য করছেন। প্রভাতবাবুর একমাত্র ছেলে সুব্রত ঘোষ জাতীয় ভলিবল খেলোয়াড় বলেন, আসলে স্পনসর সমস্যার জন্য নাজেহাল হতে হচ্ছে। কখনও কর্তারা ধার করে কোনও মতে আকাদেমি চালাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে তবুও চলছে। এই আকাদেমির দরুণ জায়গাটার বেশ নাম ডাক হয়েছে। এই আকাদেমির ফসল সেটা প্রমাণ করেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় অনুশ্রী ঘোষ, দেবীশা বর্ধন, রূপসানা খাতুন, নবনীতা পান্ডের মতো প্রচুর নামি ভলিবলার এই আকাদেমি থেকে আগামী দিনে আরও উঠে আসবে। এরাই বাংলা ও ভারতীয় দলকে অনেক বেশি সাপ্লাই দিয়ে সাহায্য করবে।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

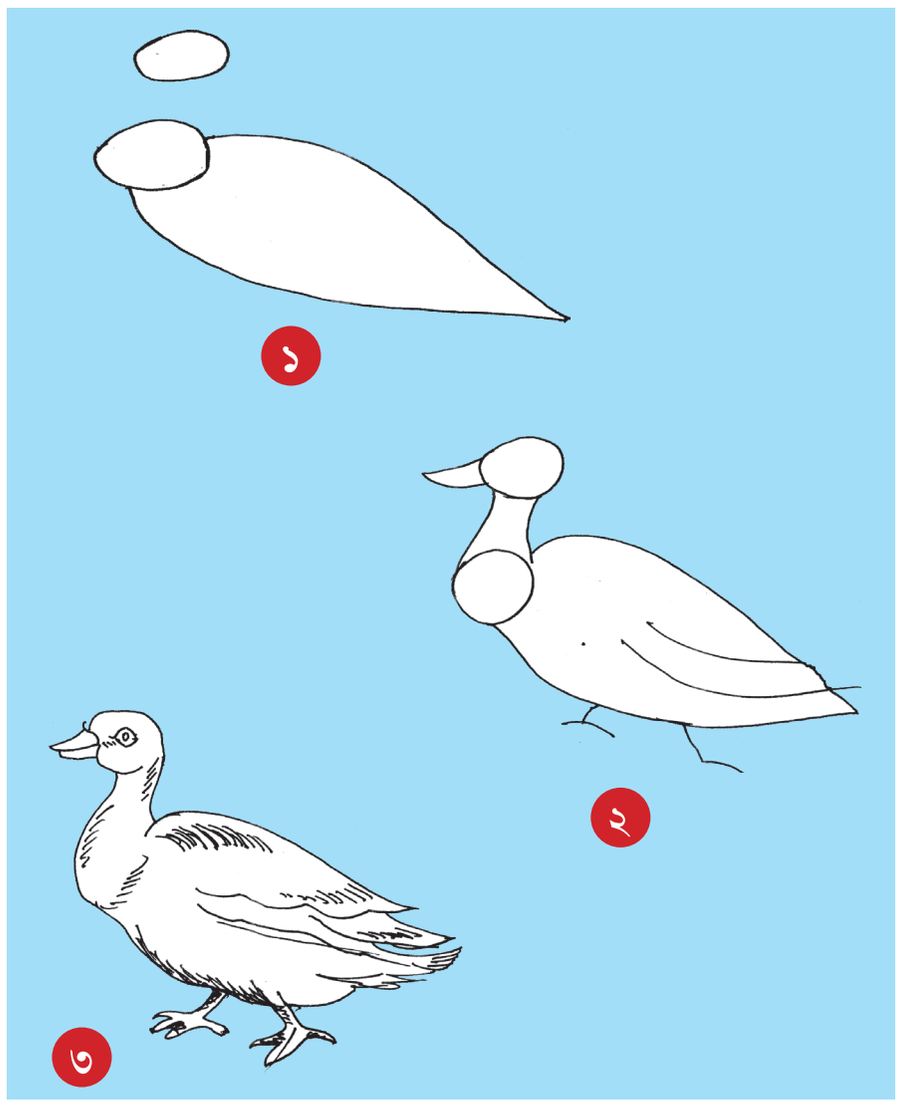

জেনে রেখো

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মৃত্যু : ২৭ মে, ১৯৬৪

সমকালীন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিকদের অন্যতম জওহরলাল যৌবনে ব্যারিস্টারি পাশ করার পর পিতা মতিলাল ও গান্ধিজির অনুগামী হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। সাতবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন।

শহিদ দীনেশচন্দ্র মজুমদার, মৃত্যু : ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

১৯৩০-এ ডালহৌসী বোমার মামলায় ধৃত হয়ে মেদিনীপুর জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে থাকেন। তিনি জেল থেকে পালানের পর কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে ধৃত হন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু, মৃত্যু : জানুয়ারি ১৯৪৫

বিপ্লবী দেশসেবক। পাঞ্জাবে বিপ্লব কর্ম ও লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করার জন্যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু তিনি ইংরেজদের দৃষ্টি এড়িয়ে জাপানে চলে যান এবং সেখান থেকে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের কাজে সক্রিয় থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।

বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়, জন্ম : ২৬ মে, ১৯০১

বিপ্লবী জননেতা। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী শ্রীসঙ্ঘের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩০-এ তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। মুক্তির পর সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হিসাবে ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট নেতারূপে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে তাঁকে দেখা যায়। ১৯৪০-এ হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনের সময় তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন। পরের বছর ছাড়া পাবার পর শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে আবার কারবরণ করেন।বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সুপণ্ডিত অনিলচন্দ্র 'নেতাজীর জীবনবাদ', 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' 'সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ' প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদের সমন্বয়ে ভারতের বৈপ্লবিক জীবনাদর্শ রচনায় তিনি প্রয়াসী ছিলেন।

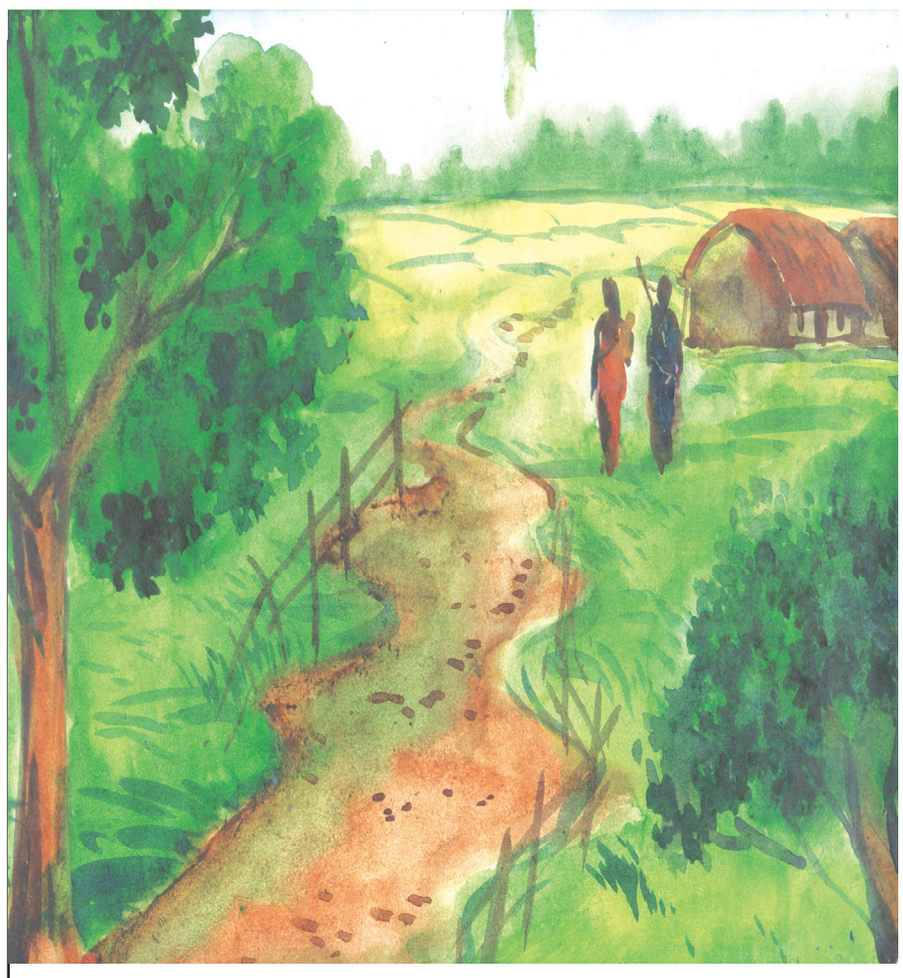

মৌলি ভট্টাচার্য্য, নবম শ্রেণি, খানপুর গার্লস হাইস্কুল

তোমাদের যদি কোনও মজার গল্প জানা থাকে তবে এখনই তা পাঠিয়ে দাও মনের খেয়ালে। নাম ঠিকানা লিখতে ভুলোনা কিন্তু।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।